হোটেল

হোটেল

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান.

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৪৯

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫·২—১. ৯. ৪২

চরিত্র

পরেশ	হোটেলের ম্যানেজার। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। স্থূলকায়, বৈশিষ্ট্যবিহীন চেহারা। তাহার স্ত্রী একটি কন্যাসহ বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। গুজব, জনৈক লোকের সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। অনেক খুঁজিয়াও পরেশ তাহার স্ত্রী এবং কন্যাকে পায় নাই। সে আর বিবাহ করে নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ হোটেলের ম্যানেজার হইয়াছে। স্বভাব অতিশয় অলস। আফিসের চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতেও চাহে না।
চপলা	পরেশের স্ত্রী।
মহেন্দ্র	চপলার প্রেমিক। পশ্চিমে ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট পয়সা করিয়াছে। মহেন্দ্র এবং চপলা স্বামী-স্ত্রী ভাবেই থাকে। পরেশের কন্যাকে নিজের কন্যার মত মানুষ করিয়াছে। মেয়ে মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানে। বয়স প্রায় চল্লিশ। সুপুরুষ।
পারুল	পরেশের কন্যা। বয়স আঠারো বৎসর।
যূথিকা	মহেন্দ্র এবং চপলার কন্যা। বয়স পনরো বৎসর।
পরাশর	কলেজের প্রফেসর। অবিবাহিত। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। হোটেলে থাকে।
নবীন	যুবক কবি। অর্থাভাবগ্রস্ত। অবিবাহিত। হোটেলে থাকে।

বিজয়	যুবক ডাক্তার। হোটেলে থাকে।
তিমির	বয়স প্রায় চল্লিশ। মৃতদার। হোটেলে থাকে।
যোগেন	আফিসের কেরানী। বিবাহিত। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে থাকে। যোগেন হোটেলে থাকে, কিন্তু শনিবার শনিবার বাড়ি যায়।
নরেন	হোটেলের কেরানী। বয়স কুড়ি-একুশ।
ঝড়ু	হোটেলের চাকর।

পূজারী-ঠাকুর, বৈরাগী, ভিক্ষুক, পানওয়ালা, কতিপয় পুরুষ এবং স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হোটেলের আফিস-ঘর। ঘরের দেওয়াল মেঝে হইতে প্রায় সাত ফুট পর্য্যন্ত সবুজ রং করা। উপরে সাদা দেওয়ালে কয়েকখানা অর্দ্ধনগ্ন নারীর ছবি ঝুলানো আছে। পিছন দিকে মাঝখানে একটা বড় দরজা। দরজায় পর্দা ঝুলানো আছে। এইটিই ঘরে আসিবার রাস্তা। ষ্টেজের এক প্রান্তে ম্যানেজারের চেয়ার এবং সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের সম্মুখে আরও দুইখানি চেয়ার। টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র এবং একখানি খবরের কাগজ। ষ্টেজের অপর প্রান্তে ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং চেয়ার। এখানে হোটেলের কেরানী বসে। ম্যানেজারের পিছনে দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি। ঘরের এক কোণে একটি ছোট টেবিলের উপর টেলিফোন এবং দেওয়ালের গায়ে খানকতক চেয়ার।

সময়—বিকাল পাঁচটা।

ম্যানেজার পরেশ তাহার চেয়ারে প্রায় চিত হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছে; গায়ে হাতকাটা শার্ট। ঘরে আর কেহ নাই।

পরেশ। রূপো! রূপো! ঝড়ু! ঝড়ু!

নেপথ্যে। হুজুর!

পরেশ। শিগগির আয়।

ঝড়ুর প্রবেশ।

কোথায় ছিলি হতভাগা? হোটেলের চাকর নয় তো, এক-একটা নবাব বাদশা। পা চালিয়ে আসতে পারিস না?

ঝড়ু। হাতে কাজ ছিল যে বাবু।

পরেশ। কাজ ছিল! চেহারা দেখে তো মনে হয়, পেটের ভারেই চলতে পারছিস না।

ঝড়ু। না বাবু, জলখাবারের সময় হয়েছে যে।

পরেশ। (ফিরিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) তাই তো, পাঁচটা বাজে যে। যা যা, আমার জলখাবারটা শিগগির নিয়ে আয়।

ঝড়ু যখন দরজা পার হইয়া গেল, তখন

ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। আমার পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দে তো।

টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া ঝড়ু যাইতে উদ্যত হইল।

আলসেমো করিস নে। একটু পা চালিয়ে আসিস।

ঝড়ু। আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান।

পরেশ। ঝড়ু!

ঝড়ু। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) হুজুর!

পরেশ। খবরের কাগজটা এগিয়ে দে তো।

ঝড়ু কাগজ দিল।

আচ্ছা যা, তাড়াতাড়ি আসিস।

ঝড়ু। এই এলাম ব'লে।

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঝড়ুর প্রস্থান। পরেশ খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর ঝড়ু এক থালা খাবার এবং এক গেলাস জল আনিয়া টেবিলের এক প্রান্তে রাখিল, যেন পরেশ হাত দিয়া নাগাল না পায়।

বাবু, আপনার খাবার।

যাইতে উদ্যত।

পরেশ। (গম্ভীরভাবে) ঝড়ু!

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। আমার সঙ্গে ইয়াকি করা হচ্ছে?

ঝড়ু খাবারের দিকে তাকায় এবং যেন কিছুই বুঝে নাই এইরূপ ভাব দেখাইতে থাকে।

থালাটাকে অত দূরে কেন রাখা হ'ল?

ঝড়ু। আমি ভেবেছিলাম, হুজুর ভাল ক'রে ব'সে একটু আরাম ক'রে খাবেন।

পরেশ। (ভ্যাংচাইয়া) আরাম ক'রে খাবেন! (ধমক দিয়া) এগিয়ে দে।

খাবারটা আগাইয়া দিয়া ঝড়ুর প্রস্থান। পরেশ খবরের কাগজ রাখিয়া কিছুক্ষণ খাবারের থালার দিকে তাকাইয়া রহিল।
পরে লুচিতে হাত দিয়া

আঃ, লুচিগুলো ঠাণ্ডা। ওটা কি দিয়েছে? কচুরি? দেখি কেমন।

এই বলিয়া যেই মুখে দিতে যাইবে, অমনই টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পরেশ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

ঝড়ু! ঝড়ু!

আবার টেলিফোন।

রূপো! রূপো!

আবার টেলিফোন।

ঝড়ু! রূপো! ঝড়ু! রূপো! দারোয়ান! বিশ্বনাথ!

আবার টেলিফোন।

ধ্যাঃ, উঠতেই হ'ল। কাজের সময় একটাকেও পাওয়া যায় না।

রাগ করিয়া কচুরিটাকে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু মাটিতে পড়িয়া যায় দেখিয়া হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলিল। আবার টেলিফোন। টেলিফোনকে লক্ষ্য করিয়া

যাচ্ছি মশায়, যাচ্ছি। একটা লোকের উঠতেও তো একটু সময় লাগে। (টেলিফোন ধরিয়া) হ্যালো, হ্যালো,...আজ্ঞে হ্যাঁ... আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার, আপনার কি চাই বলুন তো? ... হ্যাঁ, ভাল ঘর খালি আছে।...পাশাপাশি দুখানি ঘর চাই?...হ্যাঁ, তা দিতে পারি।...আপনি, আপনার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে?...বেশ বেশ। আপনারা চ'লে আসুন, আমি সব ঠিক ক'রে রাখছি। মশায়ের নাম?...মহেন্দ্র চৌধুরী। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। এখানে এসেই সোজা আমার আফিসে আসবেন।... আচ্ছা নমস্কার, আমি সব ঠিক ক'রে রাখছি। (স্বস্থানে আসিয়া) ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। হতভাগা কাজের সময় কোথায় থাকিস?

ঝড়ু। বাবু, আমি সতরো নম্বরে গিয়েছিলাম।

পরেশ। কেন ?

ঝড়ু। জলখাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবু বললেন, খাবেন না। তার পেটের অসুখ করেছে।

পরেশ। পেটের অসুখ করেছে ? ভালই হয়েছে। যা যা, শিগগির ক'রে ওর খাবারটা এখানে নিয়ে আয়।···ঝড়ু !

ঝড়ু। আজ্ঞে !

পরেশ। আমার পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দে তো।

পা তুলিয়া দিয়া ঝড়ুর প্রস্থান এবং নবীনের প্রবেশ।

নবীন। এই যে ম্যানেজারবাবু! আজ দিনটা কেমন যাচ্ছে ? (চেয়ারে বসিয়া) জিজ্ঞাসা করাও নিষ্প্রয়োজন। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি—

শান্তিতে বিরাজ করেন মূর্ত্তি বিভীষণ।
নবদূর্ব্বাদল জিনি ঘনশ্যাম রং।
মোহান্ত টোহান্ত কিংবা কিঙ্কর রাজার।
দিনে দিনে বর্দ্ধমান ভুঁড়ির পাহাড়।

ও কি ? তোমার হাতে ওটা কি ? এত অত্যাচার ক'রো না দাদা। দাও, থালাটা এদিকে দাও।

পরেশ। (চট করিয়া থালাটা সরাইয়া) র'স, তোমাকে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।

নবীন। কেন ?

পরেশ। বে-আইনী হবে। তোমাকে দেওয়া নেহাত বে-আইনী হবে।

নবীন। অত আইন আওড়াচ্ছ কেন ? না হয় আমার খাবার থেকে তুমিও ভাগ নিও। দাও, থালাটা এগিয়ে দাও।

পরেশ। সবুর কর। তোমার খাবারটা আজ মোটেই আসবে না।

নবীন। বল কি দাদা?

পরেশ। ঠিক বলেছি ভাই। আজ চার মাস তুমি হোটেলের টাকা দাও নি। তাই, হোটেলের মালিক এই আইন করেছেন যে, আজ থেকে তোমার জলখাবার বন্ধ। আস্তে আস্তে ভাত খাওয়া বন্ধ হবে, তারপর শোয়াও বন্ধ হবে।

নবীন। কিন্তু আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে।

পরেশ। পাবেই তো। না খেলে সকলেরই ক্ষিদে পায়।

নবীন। আমার ক্ষিদে পেয়েছে তবু আমি খেতে পাব না, আর তোমার ক্ষিদে নেই তবু তুমি খাবে? তোমার যে এক মাস না খেলেও চলে দাদা।

পরেশ। তার আমি কি করব? আইন যখন রয়েছে, তখন তুমি না খেতেই থাকবে, কিন্তু আমি খেতেই থাকব, ক্ষিদে থাক আর নাই থাক। দুনিয়াটার নিয়মই এই রকম। আইন যদি বদলাতে চাও, তবে আইনসঙ্গত পন্থায় প্রতিবাদ কর। তখন দেখা যাবে কি করা যায়।

নবীন। প্রতিবাদ কোথায় করব?

পরেশ। কেন, আমার কাছে আর্জ্জি পেশ কর। আমি আমার মতামত লিখে সেটাকে হোটেলের মালিকের কাছে পাঠাব। তারপর মালিকের শ্বশুর, মালিকের গিন্নী, তার ভাই এবং তস্য খুল্লতাত ইত্যাদি সকলকে নিয়ে একটা কমিটী করা হবে, তারপর একটা সাব্‌কমিটী করা হবে, তারপর একটা ওয়ার্কিং কমিটীও হতে পারে—

নবীন। ততদিনে আমি যে শুকিয়ে মরব।

পরেশ। আমি তার কি করব ভাই? এই হচ্ছে আইন। আর মরবেই বা কেন? পাল্লা দিয়ে উপোস করার দৌলতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, মাসের পর মাস না খেলেও মানুষ মরে না, বরং মাঝে মাঝে তোমাকে এক-আধ গ্লাস বার্লি খাইয়ে দোব। যদি খেতে না চাও, তবে ডাক্তার ডেকে বিপরীত দিক দিয়ে খাইয়ে দেওয়া যাবে। সমস্ত সভ্য দেশেই ওরকম করা হয়ে থাকে।

আরও এক থালা খাবার লইয়া ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। এই নিন বাবু, সতরো নম্বরের খাবারটা।

পরেশ। এই দিকে নিয়ে আয়।

খাবার রাখিয়া ঝড়ুর প্রস্থান।

নবীন। এটাও তুমি খাবে নাকি?

পরেশ। হ্যাঁ, পেটের অসুখ ক'রে কেউ যদি না খায়, তবে তার খাবারটা ম্যানেজারেরই প্রাপ্য। ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

চোদ্দ নম্বরের বাবুর আজও জ্বর আছে। তার খাবারটাও এখানে নিয়ে আয়।

ঝড়ু যাইতে উদ্যত।

ঝড়ু, একবার ঘুরে দেখে আয় তো, আর কারুর অসুখ করেছে কি না।

ঝড়ুর প্রস্থান এবং পরাশরের প্রবেশ।

নবীন। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) আসুন মাস্টার মশাই, একবার ম্যানেজারের কাণ্ডটা দেখুন।

হাতে তিন থালা খাবার লইয়া ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। এইটে চোদ্দ নম্বরের। একুশ নম্বর এবং বাইশ নম্বর বাবুরা খাবেন না, এই দুটো তাঁদের।

পরাশর। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। ব্যাপার কি হে পরেশ?

পরেশ। বসুন মাস্টার মশাই, বসুন। ঝড়ু, আমার পা দুটো নামিয়ে দে তো।

পা নামাইয়া ঝড়ুর প্রস্থান।

পরাশর। এতগুলি খাবার নিয়ে কি করছ তুমি?

পরেশ। বিশেষ কিছু নয় মাস্টার মশাই, বুঝলেন কিনা—

পরাশর। তার মানে রোজই তুমি পাঁচ-সাতজনের জলখাবার খাও।

পরেশ। আজ্ঞে, রোজ নয়। রোজ কি আর ভাগ্য ভাল থাকে? আজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন বোর্ডার অসুস্থ, তাই তাদের খাবারটা—

পরাশর। তুমি সদ্ব্যবহার করছ। বেশ বেশ, তা নইলে আর ম্যানেজার!

পরেশ। (হাসিয়া) আপনাকে আর কি বলব মাস্টার মশাই? বসুন বসুন, আমি ততক্ষণ—(লুচি মুখে দিয়া) একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

নবীন। দেখছেন মাস্টার মশাই, ম্যানেজারের আক্কেল? আমি অনাহারে মরছি আর উনি পাঁচ-সাতজনের খাবার একলা খাচ্ছেন।

পরাশর। কেন, তোমার খাবার কোথায়?

নবীন। ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

পরেশ। আজ্ঞে, আমাকে নয়, আমাকে নয়। আমি আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

পরাশর। হেঁয়ালি ছেড়ে খুলে বল তো। (নবীনকে) তুমিই বল না কি হয়েছে?

নবীন। অত্যাচার মাস্টার মশাই, অত্যাচার হচ্ছে। দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার আবহমানকাল থেকেই চলছে। এটা তারই এক অধ্যায়। দেখুন না তাকিয়ে, লোকটা এমন খেয়েছে যে, আর শ্বাস নিতে পারছে না, তবু খাওয়া চাই। ক্ষিদের জ্বালায় আমার প্রাণ যায়-যায় হয়েছে, তবু উনি খালি খালি আইন আওড়াচ্ছেন।

ম্যানেজারের মুখের সামনে আঙুল নাড়িয়া

বলি, ওহে পাষণ্ড, তোমার আইনের কি চোখ-কান নেই? মানুষের গড়া আইনই তোমার কাছে বড় হ'ল? ভগবানের আইন তুমি দেখলে না? এতগুলো খাবার আগলে ব'সে আছ, এটাও কি বুঝতে পারছ না যে, তুমি খেয়ে খেয়ে মরছ, আর আমি না খেয়ে না খেয়ে মরছি?

পরেশ। মিছিমিছি শাপ দিও না বলছি।

নবীন। শাপ! আরে, শাপ দোব কাকে? দেখতে পাচ্ছ না, তোমার মত স্বার্থপর লোকদের শাপ দিয়ে দিয়ে স্বয়ং ভগবানেরই ঘেন্না ধ'রে গিয়েছে? উনি পালিয়েছেন, বুঝলে দাদা, তোমাদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে উনি পালিয়েছেন। তোমরা বোমা মার, বন্দুক ছোঁড়, কামান দাগো, যেখানে যত খাবার আছে সব কেড়ে এনে নিজের পেটের ভেতরে ঢোকাও। তোমাদের বদহজম না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শুকিয়েই মরতে হবে।

পরেশ। কি আপদ! মিছিমিছি আমার মনটা খারাপ ক'রে দিচ্ছ কেন? আমি কি তোমাকে খেতে মানা করেছি? চার মাসের টাকা দাও নি। টাকাটা দিয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

নবীন। বেশ কথা বললে তুমি! আমি কি ট্যাঁকশাল খুলে বসেছি হে, যে, ইচ্ছে করলেই টাকা তৈরি হবে?

পরেশ। আমি তার কি করতে পারি বলুন তো মাস্টার মশাই?

নবীন। তুমি সব করতে পার। ইচ্ছে করলেই আমাকে এক থালা খাবার দিতে পার। তোমার যা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি তোমার রয়েছে। আমার যা প্রয়োজন, তা আমার নেই। এর সঙ্গে টাকার কি সম্পর্ক?

পরেশ। তোমার কথাগুলো কেমন বে-আইনী বে-আইনী শোনাচ্ছে যে। মাস্টার মশাই, আপনি শুনলেন তো? কেমন বে-আইনী বে-আইনী লাগছে না?

পরাশর। বলা শক্ত ভাই, বলা খুবই শক্ত। যারা বেশি খেতে চায় তাদের আইন, যারা খেতে পায় না তাদের কাছে, ভাল লাগার কথা নয়। আবার যারা খেতে পায় না তাদের আইন, যারা বেশি খেতে চায় তাদের কাছে, ভাল লাগার কথা নয়। অত মাথা ঘামাবার কি প্রয়োজন? তোমার তো অনেকগুলো রয়েছে, আজকের মত ওকে এক থালা দাও, পরে দেখা যাবে।

পরেশ। এটা বে-আইনী হচ্ছে। তবু আপনি বলছেন, তাই দিচ্ছি। কিন্তু নবীন, মনে রেখো, কাল থেকে তোমার খাওয়া সত্যি সত্যি বন্ধ। তোমার ঘরও তোমাকে কাল ছেড়ে দিতে হবে।

নবীন। এটা কি রকম বললে দাদা? তোমার হোটেলে ঘর খালি প'ড়ে থাকবে, তবু আমি এই ঠাণ্ডাতে রাস্তায় ব'সে থাকব?

পরেশ। এ তো আপদ কম নয়! তুমি যে আমাকে পুলিস ডাকিয়ে ছাড়বে।

নবীন। (এক থালা খাবার টানিয়া একখানি লুচি মুখে দিয়া) পুলিস ডেকে কি লাভ হবে? পুলিস এলেই তার জলপানের ব্যবস্থা করতে হবে তো?

পরেশ। তাতে তোমার কি?

নবীন। তার চেয়ে সেই টাকাটা দিয়ে আমাকে তুদিন খাওয়ালে তোমার জাত যাবে কি?

পরাশর। (হাসিয়া) এবার থাম, থাম। একটা কাজের কথা বলি। (নবীনের প্রতি) তোমার ত্ব-একটা কবিতা-টবিতা বিক্রি হ'ল না বুঝি?

নবীন। না মাস্টার মশাই, দেশটাই উচ্ছন্নে গিয়েছে। আমার বাক্স-পেটরা কবিতায় ভর্ত্তি হয়ে গেল। আজ চার মাস কিছু বিক্রি নেই। এখন এমন হয়েছে যে, কাগজ কেনার পয়সাও থাকে না। কয়েকদিন হ'ল একটা নতুন চাল চেলেছি, তাতেও কোনও ফল হচ্ছে না।

পরাশর। কি করেছ শুনি?

নবীন। এক-একটি কবিতা খামে পূরে রাস্তায় রাস্তায় চার আনা দামে ফেরি করার চেষ্টা করেছি। লোকে বলে, কবিতা-টবিতা বুঝি না মশাই, প্যারিস পিক্‌চার হ'লে নিতে পারতাম। অগত্যা, অগত্যা—নেহাত কাগজ কিনতে হবে তাই একখানা কবিতা প্যারিস পিক্‌চার ব'লেই চার আনা দামে বিক্রি করেছি।

পরেশ। হোঁ—হো—হো—

নবীন। (লাফাইয়া উঠিয়া) স্তব্ধ হও বর্ব্বর।

পরাশর। (উঠিয়া নবীনের পিঠে হাত বুলাইয়া) শান্ত হও ভাই, শান্ত হও।

নবীন। ইচ্ছে করে মাস্টার মশাই, চীৎকার ক'রে বুক ফাটিয়ে মরি। দেশের লোকের বায়স্কোপ দেখবার পয়সা জোটে, থিয়েটার দেখবার পয়সা জোটে, মদ খাওয়ার পয়সা জোটে, প্যারিস পিক্‌চার কেনবার পয়সাও জোটে, কিন্তু চার আনা দামের একখানা বই কেনবার পয়সা জোটে না। এমন হীন বর্ব্বরের দেশে জন্মেছিলাম কেন? জন্মেছি তো মরতে শিখি নি কেন?

পরেশ। ভাই, মাপ কর, আমাকে মাপ কর। ব'স ভাই, এই নাও খাবার, এটাও নাও, এটাও নাও, সবগুলোই তুমি খাও ভাই। আমার না খেলেও চলবে।

নবীন। আমাকে মাপ করুন, মাস্টার মশাই। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

প্রস্থান।

পরেশ। এটা কি রকম হ'ল বলুন তো?

পরাশর। যা হ'ল, তা তোমাকে বোঝানো শক্ত। তুমি দোকানদার, ভেজালকে খাঁটি ব'লে চালানোতেই তোমার আনন্দ। খাঁটিকে ভেজাল ব'লে চালানোতে যে দুঃখ, তা তুমি কেমন ক'রে বুঝবে? তোমার সুখ-দুঃখের ধারণাও স্থূল ধরনের। ভাল না খেতে পেলে তুমি কষ্ট পাও, ভাল ঘুমুতে না পেলে তোমার মন-খারাপ হয়, বউ ভাল না বাসলে তুমি রাগে ছটফট কর। (পরেশ চমকাইয়া উঠিল) ও কি? ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। (পরেশের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া) আমার ভুল হয়েছে ভাই, এই কথাটা

বলা আমার উচিত হয় নি। অনেকদিনের কথা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম।—তোমার স্ত্রীর কোন খবর পাও নি আর ?

পরেশ। না।

পরাশর। একটি মেয়েও ছিল, না ?

পরেশ। হ্যাঁ।

পরাশর। তুমি না বলেছিলে, একজন গোয়েন্দা লাগিয়েছ ওদের খুঁজে বের করতে ?

পরেশ। সেও কিছুই করতে পারে নি। আজ ক বছর থেকে আমার মাইনের সব টাকা গোয়েন্দাকেই দিচ্ছি, সে খালি বলছে—শিগগিরই খবর পাওয়া যাবে।

পরাশর। যে তোমাকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করবার জন্যে হয়রান হচ্ছ কেন ? তাকে পেলে আবার ঘরে আনবে ?

পরেশ। ঘরে আনব ! আপনি কি বলছেন মাস্টার মশাই ?

পরাশর। (হাসিয়া) তা হ'লে এত মাথা-ব্যথা কেন ? শাস্তি দেবে ?

পরেশ। অবশ্য শাস্তি দোব ! তাকে শাস্তি দোব, যে লোকের সঙ্গে সে চ'লে গিয়েছে, সেই বদমাসটাকেও শাস্তি দোব। এতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হই, হব। যদি জেলে যেতে হয়, যাব। আমাকে যারা এমন ক'রে মেরেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার শান্তি নেই, শান্তি নেই। আমার কি আছে বলুন তো ? স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই। আমাকে তারা পথে বসিয়েছে, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, আমার বুকে তারা আগুন জেলে দিয়েছে। আমি চাই প্রতিশোধ। ঠিক এমনিতর আগুনে আমিও ওদের জ্বালিয়ে মারব।

পরাশর। বড্ড ভুল করছ ভাই। ভুলে যাওয়াই উচিত ছিল।

পরেশ। আমার দুঃখ আপনি বুঝতে পারছেন না, তাই এমন কথা বলছেন। আপনি কোন দিন সংসার করেন নি, আপনাকে বোঝাই কি ক'রে? আমার সাজানো সংসার ছারখার হয়ে গেল। তারা এমন নিষ্ঠুর যে, আমার মেয়েটিকেও নিয়ে গিয়েছে। আমার মেয়ে মাস্টার মশাই, আমার মেয়ে, মোমের পুতুলের মত তাকে দেখতে ছিল, রাঙা টুকটুকে গাল, ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট, মাথায় এক-রাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মাস্টার মশাই, আমার বুকে যে কি বেদনা, তা কি ক'রে বোঝাব? যদি একবারটি তাকে চোখে দেখতে পেতাম, তা হ'লে আমার বুকটা কিছু ঠাণ্ডা হ'ত।

দরজার পরদা একটু ফাঁক করিয়া পারুল এবং যূথিকা।

পারুল। আমরা আসতে পারি?

পরাশর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। পরেশ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পড়িল।

উভয়ে। আসুন আসুন।

পারুল এবং যূথিকার প্রবেশ।

পারুল। (পরেশের অপ্রকৃতিস্থতা লক্ষ্য করিয়া) আমরা একটু বাইরে দাঁড়াব? আপনারা বোধ হয় কোন কাজের কথা বলছিলেন।

পরেশ। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কিছু না মা, কিছু না।

ছুটিয়া দেওয়ালের নিকট হইতে চেয়ার আনিয়া

আমরা বাজে কথা বলছিলাম। ব'স মা, তোমরা ব'স। তুমি এইখানে ব'স, তুমি এইখানে ব'স। এই দেখ, প্রথম আলাপেই 'তুমি' ব'লে ফেললাম। (পারুলকে) কিছু মনে ক'রো না, মাকে ছেলে তো 'তুমি' বলবেই।

পারুল। আমি আপনার মা ?

পরেশ। নিশ্চয়, তুমি আমার মা-লক্ষ্মী। দেখছ, তোমাকে 'মা' বলতেই আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। (চোখ মুছিতে মুছিতে) চোখে আবার একটা কি পড়ল যে—

'দেখি কি পড়ল' বলিয়া পারুল পরেশের দিকে যাইতে উদ্যত হইল। পরাশর পরেশকে আত্মসংবরণ করিবার সুযোগ দিবার জন্য বলিল

পরাশর। ও কিছু নয় মা, তুমি ব'স, ব'স। (পরেশের প্রতি) তোমার চোখ ঠিক হ'ল হে পরেশ ?

পরেশ। হ্যাঁ মাস্টার মশাই, হয়েছে।

পরাশর। (পারুলের প্রতি) তোমাকে দেখলে সকলেরই 'মা' ডাকতে ইচ্ছে করে।

যূথিকা। বাঃ রে, আপনারা যে দুজনেই দিদিকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি বুঝি কেউ নই ?

পরাশর। নিশ্চয়ই। তুমিও আমাদের মা।

পরেশ। তুমি আমাদের ছোট মা।

পারুল। যূথি আপনাদের সৎমা, আমিই আসল মা।

সকলের হাস্য। মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। কে কার সৎমা ? এই যে নমস্কার, নমস্কার। আমার মেয়ে দুটি এর মধ্যেই আপনাদের পিছু লেগেছে বোধ হয়।

পরেশ। আসুন আসুন। ভারী চমৎকার মেয়ে দুটি। কি মিষ্টি কথা!' আপনিই বোধ হয় মহেন্দ্রবাবু, আমাকে টেলিফোন করেছিলেন ?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আপনি ম্যানেজারবাবু?

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার জন্যে দুখানা ঘর ঠিক করা আছে, চল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ নম্বর। দক্ষিণ খোলা। বড় বারান্দা রয়েছে। দুখানারই সঙ্গে স্নানের ঘর আছে, বাতি আছে, পাখা আছে। বাংলা খাবার খেলে জন-পিছু রোজ চার টাকা, ইংরিজী খাবার খেলে জন পিছু রোজ ছ টাকা। এক সপ্তাহের খরচা অগ্রিম দিতে হয়। যদি এক সপ্তাহের কম থাকেন, তা হ'লে হিসেব ক'রে টাকাটা অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মহেন্দ্র। আপনি খুব পাকা ম্যানেজার দেখছি।

পরেশ। জীবনটাই কেটে গেল এই কাজ ক'রে ক'রে। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

মহেন্দ্র। আপনি বসুন, ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু বেরোব। আমার স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসব। উনি খুবই অসুস্থ, এক রকম শয্যাশায়ী বললেই হয়। ডাক্তার দেখাতেই কলকাতায় আসা। যাক, আমার মেয়ে দুটিকে একটু দেখবেন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চ'লে আসব। আমি তবে আসি। তোমরা দুজনে এখানে ব'স মা। আমরা এক্ষুনি এসে পড়ব। হ্যাঁ, (পরাশরের প্রতি) আপনার সঙ্গে তো আলাপ হ'ল না!

পরেশ। উনি পরাশরবাবু, কলেজের প্রফেসর, আমাদের হোটেলেই থাকেন।

মহেন্দ্র। বাঃ, বেশ বেশ।

যূথিকা। আমি ভেবেছিলাম, আপনি স্কুলের মাস্টার। আপনাকে ম্যানেজারবাবু মাস্টার মশাই বললেন কিনা।

মহেন্দ্র। ছিঃ, মা! কলেজের প্রফেসরকে তুমি স্কুল-মাস্টার ভাবলে?

পরাশর। (হাসিয়া) ওর কোনও দোষ নেই। স্কুলের মাস্টার এবং কলেজের প্রোফেসর প্রায় এক রকমই দেখতে।

মহেন্দ্র। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি খুশি হলাম। আচ্ছা, আমি এখন আসি। (দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ, ম্যানেজারবাবু, আপনার টাকাটা দিয়ে যাই।

পরেশ। তাতে আর কি হয়েছে? এখন না দিলেও চলত।

মহেন্দ্র। আমরা বাংলা খাবারই খাব। চারজনে এক এক দিনে চার চারে ষোলো টাকা, এক সপ্তাহে একশো বারো টাকা।

পরেশ। আপনারা গরম জলে স্নান করবেন তো?

পারুল। এই শীতে গরম জল তো চাইই।

পরেশ। তা হ'লে জন-পিছু রোজ দু আনা ক'রে সাত দিনে আরও সাড়ে তিন টাকা দিন।

পরাশর। (হাসিয়া) ভাল ক'রে ভেবে দেখ, আর কিছু বাকি রইল কি না।

মহেন্দ্র। আপনি খুব পাকা লোক। এই নিন আপনার একশো পনেরো টাকা আট আনা।

পরেশ। (হাত পাতিয়া) এখন না দিলেও পারতেন। পরে দিলেই চলত। আপনার মত লোকের কাছ থেকে আগাম চাওয়াটাই—

মহেন্দ্র। থাক থাক। (টাকা দিয়া) টাকাটা রেখেই দিন। আচ্ছা, আমি এখন আসি।

পরেশ। আচ্ছা, নমস্কার, আমি একটা রসিদ তৈরি ক'রে রাখব।

মহেন্দ্র। সে পরে হবে, নমস্কার।

প্রস্থান।

পরেশ। এস মা, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই। একটু মুখ-হাত ধুয়ে নাও। জলখাবার তৈরি রয়েছে।

পরাশর। তুমি তোমার কাজ কর। আমি ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। ক'ও নম্বর বললে—চল্লিশ আর বিয়াল্লিশ?

পরেশ। হ্যাঁ। আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমিই তো দেখিয়ে দিতে পারতাম।

পরাশর। থাক না। তুমি ম্যানেজার, কত মক্কেল হয়তো এসে পড়বে। চল মা, চল।

পরাশর, পারুল এবং যূথিকার প্রস্থান। পরেশ কিছুকাল পর্দা ধরিয়া তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল, পরে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পরেশ। ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। এই থালাগুলো নিয়ে যা। আর চট ক'রে দু-থালা গরম খাবার নিয়ে আয়। (থালাগুলি লইয়া ঝড়ু যাইতে উদ্যত হইলে) আরে, শোন।

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। লুচি যেন গরম থাকে, বেশ হাতে গরম।

ঝড়ু। আচ্ছা বাবু।

পরেশ। শোন ঝড়ু।

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। মিষ্টি কয়েকটা বেশি দিস।

ঝড়ু। আচ্ছা বাবু।

পরেশ। আর একটা কথা শোন।

ঝড়ু। বলুন বাবু।

পরেশ। রোজ রোজ খালি বেগুন-ভাজা দিস কেন বল তো? অনেকের হয়তো বেগুন-ভাজা পছন্দ হয় না। কয়েকটা আলু-ভাজা নিয়ে আসিস।

ঝড়ু। আচ্ছা বাবু।

প্রস্থান।

ইতস্তত করিয়া পরেশ টেবিলের টানা খুলিয়া একখানি পুরাতন ফোটোগ্রাফ বাহির করিল এবং সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিল।

পরেশ। অসম্ভব, অসম্ভব। কিন্তু আমার বুকটা এমন ন'ড়ে উঠছে কেন? মনে হচ্ছে, ঠিক যেন তেমনই চোখ, তেমনই মিষ্টি হাসি। যাই, আর একবার দেখে আসি। (ফোটোগ্রাফ টানায় রাখিয়া) যাই, আর একবার দেখে আসি।

দরজার কাছে যাইয়া সে ইতস্তত করিতে লাগিল। এমন সময় বৃদ্ধ পূজারী-ঠাকুরের প্রবেশ। পূজারী-ঠাকুর সকাল সন্ধ্যা দোকানে দোকানে তুলসী গঙ্গাজল দেয়।

পূজারী। নারায়ণ, নারায়ণ! (ম্যানেজারের মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া) বাহিরে যাচ্ছিলে নাকি বাবু?

পরেশ। এ-এ-এ-এ না ঠাকুর মশাই। (হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া) প্রণাম ঠাকুর মশাই, প্রণাম। আপনি আসুন। আজ এত সকালে এলেন?

পূজারী। কি করি বাবা? অনেক জায়গায় যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি বেরুলাম, নইলে সেরে উঠতে পারি না। কামাই করলে ক্ষতি হয় বাবা, যে দুর্দ্দিন পড়েছে। এক এক দোকানে একটি ক'রে পয়সা পাই। কেউ বা আবার তাও দেয় না। বলে, সময় বড্ড খারাপ। সময় খারাপ ব'লে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি পয়সার ওপরও ভাগ বসানো হয়। ভাবতে গেলেই কষ্ট হয় বাবা, তাই এখন আর ভাবি না। আমার সব ভাবনা এই গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়েছি। (গঙ্গাজল ছিটাইয়া) নারায়ণ, নারায়ণ! দুর্গে দুর্গতিহারিণি মাগো, সকল ভাবনা থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর মা পতিতপাবনি! কিন্তু বাবা, পারি না। এক এক সময় এই নিষ্ঠুর সংসার আমাকে ভাবিয়ে দেয়। যখন দেখি, ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন—তখন—যাক, গঙ্গে পতিতপাবনি!

যাইতে উদ্যত।

পরেশ। একটু বসুন ঠাকুর মশাই, এই চেয়ারটাতে বসুন। আপনার কটি ছেলেমেয়ে ঠাকুর মশাই?

পূজারী। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

পরেশ। মেয়েটি আপনার কাছেই থাকে?

পূজারী। হ্যাঁ বাবা, থাকবে আর কোথায়?

পরেশ। আপনি সন্ধ্যের পর বাড়ি গেলেই সে ছুটে আপনার কাছে আসবে? বাড়ি গেলেই আপনি তাকে দেখতে পাবেন?

পূজারী। হ্যাঁ বাবা, দেখা তো রোজই পাই।

পরেশ। (উত্তেজিতভাবে) আপনি বাড়ি গেলেই সে 'বাবা' ব'লে ছুটে আসবে, না? সে বলবে, আমার জন্যে আজ কি এনেছ বাবা?

আর আপনি বলবেন, এই দেখ না মা, তোমার জন্যে বাজার থেকে বেছে একখানি লাল শাড়ি এনেছি। সকলের বড় দোকান থেকে মিষ্টি এনেছি। আপনি আরও বলবেন, একটা খবর এনেছি জান? কত বড় একটা সার্কাস এসেছে, তাতে কত ঘোড়া, কত হাতী, কত বাঘ আছে। কাল আমরা সেখানে যাব, শুধু তুমি আর আমি। (ভগ্নকণ্ঠে) শুধু তুমি আর আমি, আর কাউকে আমরা সঙ্গে নোব না।

পূজারী। তোমার কি ছেলেমেয়ে নেই বাবা?

পরেশ। জানি না ঠাকুর মশাই, আমি জানি না।

পরেশ উচ্ছ্বসিত হইয়া টেবিলে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নেপথ্যে করুণ যন্ত্রসঙ্গীত। ষ্টেজের আলো আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হোটেলের একটি ঘর। ঘরের পিছন দিকে একটি বারান্দা। বারান্দার এক দিকে স্নানের ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি গদি-পাতা খাট, খান দুইয়েক চেয়ার, একটি ঈজি-চেয়ার এবং একটি টেবিল, দেওয়ালের গায়ে একটি ড্রেসিং-টেবিল।

সময়—বিকাল সাড়ে পাঁচটা।

পার্শ্ব হইতে পরাশর, পারুল এবং যূথিকার প্রবেশ।

পরাশর। এই যে চল্লিশ নম্বর ঘর। এর পাশেই বিয়াল্লিশ নম্বর। ঘরটি বেশ বড়সড়, আলো-বাতাসও আছে বেশ। কিন্তু দেখছ তো?—নোংরাও বেশ হয়েছে। যেদিন হোটেল খোলা হয়েছিল, সেদিন একবার পরিষ্কার করা হয়েছিল, তারপর আর ও কাজটি হয় নি।

যূথিকা। কেন এ রকম ময়লা রাখে বলুন তো? পয়সা তো কম নেয় না।

পরাশর। হাজার পয়সা দিলেও যে ময়লা সেই ময়লাই থেকে যাবে। ওটা আমাদের মনের ময়লার বাহ্যিক প্রকাশ।

যূথিকা। আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি আমাদের দেশটার ওপর চ'টে আছেন।

পরাশর। (হাসিয়া) চ'টে নেই মা। দেশটাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাই তার প্রত্যেকটি লোক এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে মনের মত

ক'রে দেখতে ইচ্ছে করে। যাক ওসব কথা। জানলাতে দেখবে এস কলকাতার ভিড়। (জানালার কাছে গিয়া) দেখছ, কত রকম লোক, কত দেশ-বিদেশ থেকে এরা এসেছে ; লক্ষ্মৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাবুল, ইস্পাহান, চীন, জাপান, এমন কি ইউরোপ, আমেরিকা। এদের মধ্যে চোর আছে, জোচ্চোর আছে, সাধু আছে, পকেটমার আছে, বৈরাগী আছে, আবার যত রাজ্যের যত বদমায়েস আছে। হাজার হাজার লোক গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলেছে, কিন্তু কেউ কারুর খবরটি পর্য্যন্ত রাখে না। ওই দেখ, একটা লোক যাচ্ছে, দেখেছ ? মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, যেন লোকটা দুঃখে কষ্টে ভেঙে পড়েছে। হয়তো ওর ছেলেটা অসুখ হয়ে ম'রে যাচ্ছে, কিন্তু ওর হাতে ওষুধ কেনবার মত একটি পয়সাও নেই।

পারুল। আপনি কি ক'রে বুঝলেন, ওর পয়সা নেই ?

পরাশর। কি ক'রে বুঝলাম ? (কিয়ৎকাল পারুলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) শুধু বুঝি নি মা, আমি জানতে পেরেছি। আমি জানি— ওর মন প্রশ্ন করছে যে, এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছে তার সন্তান, তবে কেন পথে ঘাটে এত অর্থ রয়েছে প'ড়ে ? তবে কেন মুখে মুখে এত হাসি ? কণ্ঠে কেন এত কলরব ? এই প্রশ্নের উত্তর সে পাচ্ছে না। শুধু থেকে থেকে শূন্য পকেটে হাত দিয়ে সে চমকে উঠছে। কিন্তু ওর পাশেই যে লোকটা সিগারেট খাচ্ছে, তার পকেটটা বেশ ভারী ভারী মনে হচ্ছে, হয়তো বিশ-পঁচিশ টাকা ওর পকেটে রয়েছে। কিন্তু যার এত প্রয়োজন, তার হাতে একটি পয়সা সে দিলে কি ? দিলে না, সে দেবে না, কারণ তার ইচ্ছে করছে না দিতে ; কিন্তু ওই লোকটার ছেলেটা এতক্ষণ ম'রে যাচ্ছে। (উত্তেজিতভাবে) দেখেছ ? কি

যেন হচ্ছে, দেখেছ? (চীৎকার করিয়া) পকেট মেরে নিলে! একটা পকেটমার এসে অতগুলো টাকা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল! আজ রাত্রেই ওই চোরটা সব টাকাগুলো মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু ওষুধ না পেয়ে ছেলেটা আজ মরবেই মরবে। কোথায় লাগে বায়স্কোপ আর থিয়েটার? তোমার এই জানলা থেকে হাজার হাজার নাটকের অভিনয় দেখতে পারবে।

খাবার লইয়া ঝড়ুর প্রবেশ।

এই যে, তোমাদের খাবার এসে গেল। আমি এখন যাই মা। তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। পরে যদি গল্প করতে চাও তো চাকরটাকে ব'লো তিপ্পান্ন নম্বরকে ডেকে দিতে।

যূথিকা। তিপ্পান্ন নম্বর কে?

পরাশর! কেন, আমি। এটা যে হোটেল। এখানে তুমি আমি কেউ নই। আমরা শুধু নম্বর মাত্র। কে কার খবর রাখে? তুমি কে, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় তোমার ঘর, কোথায় তুমি যাবে, কে তার খবর রাখে বল। তোমার নামেরই বা কি প্রয়োজন? যতদিন থাকবে, ততদিন জানব তোমরা চল্লিশ নম্বর। তার বেশি পরিচয় আর কি আছে বল তো?

যূথিকা। (পারুলের বাহুতে বাহু সংলগ্ন করিয়া) নিশ্চয় আছে, যদি ভালবাসতে পারেন।

পরাশর। (ঈষৎ হাসিয়া)

সলিলের বুকে বুদ্বুদের প্রায়
ক্ষণিকের তরে ভেসে আছি হায়!

অহেতুকে অনির্দ্দেশে ঘুরে মরি,
জন জন সাথে হাত-ধরাধরি—
এ যে শুধু পথ চলিবার ফাঁকি,
ক্ষণের তরে পথের দেখাদেখি।
অজানা পথে একলা যেতে নারি,
ভয়ে ভয়ে মরমে মরমে মরি।
রাত্রিদিন তাই করি কোলাকুলি,
কোণে কোণে জনে জনে দলাদলি—
এ যে শুধু প্রাণ বাঁচাবার পণ।
যমের সাথে জীবন ল'য়ে রণ।
প্রয়াস মোদের শুধু বেঁচে থাকা,
ভিড়ের মাঝে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখা।
কাদাতে তাই খেলছি লুকোচুরি,
পাঁকের সাথে প্রাণের জড়াজড়ি—
এ যে শুধু ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকা।
জীবন মোর রইল জানি ফাঁকা।

ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে পরাশরের প্রস্থান। পারুল এবং যূথিকা নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝড়ু। দিদিমণি, আপনাদের খাবার। ম্যানেজারবাবু গরম লুচি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, গরম গরম খেতে। ঠাণ্ডা লুচি তো খেতে ভাল লাগবে না। খাওয়া হ'লেই আমাকে ডাকবেন, আমি টেবিল পরিষ্কার ক'রে দোব।

যূথিকা। তোমাকে কি ব'লে ডাকব, তোমার নাম কি?

ঝড়ু। আজ্ঞে, তিনের দুই।

যূথিকা। সে আবার কি ?

ঝড়ু। আজ্ঞে, এটা তিনতলা, তাই তিন। এখানে আমরা দুজন চাকর আছি, আমি দুই নম্বর, তাই আমার নাম তিনের দুই।

পারুল। তোমার নিজের কোনও নাম নেই ?

ঝড়ু। তা একটা আছে হুজুর। বাপ-মা একটা নাম দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু হোটেলে আমার নাম কে মনে ক'রে রাখবে ? এখানে কে কার খবর রাখে ?

পারুল। তোমার বাপ-মা তোমার কি নাম রেখেছিলেন ?

ঝড়ু। সে একটা ছোটখাট নাম হুজুর। ওই সব নাম কি ভদ্রলোকের পছন্দ হয় ?

পারুল। ব'লেই দেখ না।

ঝড়ু। আজ্ঞে, সে একটা যা-তা নাম। আপনারা বড়লোক। আপনাদের কত ভাল ভাল নাম থাকে। আমাদের সব যা-তা নাম দেওয়া হয়।

পারুল। তবু বল না।

ঝড়ু। আজ্ঞে, লেখাপড়াও শিখি নি, কোনও কাজকর্ম্মও শিখি নি, তাই বাবা নাম রেখেছিলেন ঝড়ু। আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, আমাকে ঝাড়ু লাগিয়েই খেতে হবে।

যূথিকা। তা হ'লে আমরাও তোমাকে ঝড়ু ব'লেই ডাকব। তিনের দুই-টুই আমরা বলতে পারব না।

ঝড়ু। আচ্ছা হুজুর। আপনাদের লুচি ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! ম্যানেজারবাবু জানতে পারলে আমাকে আবার বকবেন।

পারুল। ম্যানেজারবাবু তো সকলের খাবার-দাবারের দিকে খুব নজর রাখেন।

ঝড়ু। সবার জন্যে কি সমান নজর হয় হুজুর ?

যূথিকা। দেখলে দিদি, তোমাকে যে দেখে, সেই মজে।

ঝড়ু লজ্জায় জিভ কাটিল।

পারুল। ছিঃ যূথি !

ঝড়ু। দিদিমণি, আমাদের বাবু সে রকম লোক নয়। দেখতে ও রকম হ'লে কি হবে? ভেতরটা খাঁটি সোনা। মেয়েটাকে হারিয়ে বাবু আমাদের কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। কোথাও ছোট মেয়ে দেখলেই এখন ছটফট করে।

নেপথ্যে মাতালের কণ্ঠ শোনা গেল।

মাতাল। (নেপথ্যে) তিনের দুই, তিনের দুই ! আমার ঘরে আগুন লেগেছে, কিন্তু চেঁচিয়েও ব্যাটাদের সাড়া পাওয়া যায় না।

ঝড়ু। আমি আসছি দিদিমণি ! ওই সাতচল্লিশ নম্বর চেঁচাচ্ছে।

প্রস্থান।

ঝড়ু। (নেপথ্যে) চলুন বাবু, ঘরে চলুন।

মাতাল। (নেপথ্যে) জরুর যায়গা, যাগা, হাম্ আব্ হি ঘর যায়গা, কুলি বোলাও, কুলি বোলাও।

পারুল। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে ! মনে হচ্ছে, লোকটা কাঁদছে !

যূথি। কি আর হবে? কারুর সঙ্গে মারামারি করেছে বোধ হয়, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

পারুল। শোন যূথি।

যূথিকা। কি হ'ল তোমার?

পারুল। হবে আবার কি? আমি বলছিলাম যে, তুই এখনও ছেলে-মানুষই র'য়ে গেলি। চাকরটার সামনে ও রকম কথা বললি কেন?

যূথিকা। এমন কি খারাপ বলেছি? লোকটা যে মজেছে, তাতে তো ভুল নেই।

পারুল। ছিঃ যূথি! আমাকে দেখে ভদ্রলোকের যদি ভালই লেগে থাকে, তাতে এমন কি অন্যায় হয়েছে?

যূথিকা। ন্যায়-অন্যায়ের কথা আমি বলি নি। কিন্তু দেখা মাত্রই অমন 'মেয়ে মেয়ে' করা কেন? ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।

পারুল। ন্যাকামি নাও তো হতে পারে। শুনলি তো, ওঁর মেয়েটি ম'রে গিয়েছে। তাকে দেখতে হয়তো আমার মতন ছিল।

যূথিকা। বেশ, তুমিও তা হ'লে এবার থেকে ওকে বাপের মতন দেখতে শুরু ক'র।

পারুল। তোর ভারী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাবা এলেই তাঁর কাছে আমি সব কথা ব'লে দোব।

যূথিকা। আমিও ব'লে দোব যে, লোকটা খুব বাড়াবাড়ি করেছে।

পারুল। এমন নিরীহ লোকটির ওপর তোর এত আক্রোশ কেন হ'ল বল তো? লোকটি তো নেহাত ভালমানুষ।

যূথিকা। তোমারও দেখতে পাচ্ছি, ওকে বেশ ভাল লেগেছে।

পারুল। ভাল লেগেছে খুবই। কিন্তু কেন যে ভাল লাগছে, তা বুঝতে পারছি না। হোটেলে এসে আপিস-ঘরে ঢুকেই আমার মনে হ'ল, যেন লোকটি আমার অনেকদিনের চেনা। যেন কোথায় ওঁকে দেখেছি। আমার মনে হয়—যেন—যেন—

মাতাল। (নেপথ্যে) ওরে বাবা রে, আমার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর শালারা সব মজা দেখছে। হায়! হায়! হায়! হায়!

ঝড়ুর প্রবেশ।

যূথিকা। লোকটার কি হয়েছে ঝড়ু?

ঝড়ু। কিছু নয় হুজুর, মাতালের মাতলামো।

পারুল। লোকটা যে বলছিল, ওর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

ঝড়ু। ও কিছু নয় হুজুর। ওর বাড়ি থেকে খবর এসেছে যে, ওর বউ মারা গিয়েছে।

পারুল। আর তুমি বলছ, কিছু নয়!

ঝড়ু। এমন কি আর হয়েছে দিদিমণি? বউ তো সকলেরই মরে। ওই যে কান্না শুনছেন, ওটা মায়া-কান্না। নেশাটা একটু বেশি হয়েছে কিনা।

পারুল এবং যূথিকা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, যেন এই নিদারুণ সত্য কথাটা তাহারা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। অবশেষে দুইজনেই হাসিতে লাগিল। মনের ভাব এই রকম—এটা যে হোটেল, এখানে অসম্ভব কিছুই নাই। তাহাদের মনের ভাব প্রতিধ্বনি করিয়া ঝড়ু বলিল।

ঝড়ু। হ্যাঁ হুজুর, এটা যে হোটেল। আচ্ছা, আমি এবার যাই দিদিমণি, খাওয়া হ'লেই আমাকে ডাকবেন।

পারুল। একটু দাঁড়াও ঝড়ু।

যূথিকা। তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

প্রস্থান।

পারুল। ঝড়ু, ম্যানেজারবাবুর মেয়ে কবে মারা গিয়েছে ?

ঝড়ু। মারা তো যায় নি দিদিমণি।

পারুল। এই যে তুমি বললে—মেয়েটিকে হারিয়ে তোমাদের ম্যানেজারবাবু কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন ?

ঝড়ু। হারিয়ে গিয়েছে দিদিমণি, মারা যায় নি।

পারুল। কি ক'রে হারাল ?

ঝড়ু। সে আমি বলতে পারব না। আমাদের ছোট মুখে ওসব বড় কথা মানায় না।

পারুল। ও—মেয়েটি কি—

ঝড়ু। না না, দিদিমণি, মেয়েটি খুব ছোট ছিল তখন। তার বয়স বোধ করি দু-তিন বছর ছিল।

পারুল। তবে কি হয়েছিল ঝড়ু ?

ঝড়ু। ছোট মুখে বড় কথা—

পারুল। তোমাকে বলতেই হবে।

ঝড়ু। সে কথা বলতে আমাদেরও লজ্জা হয় দিদিমণি।

পারুল। বল, বল ঝড়ু।

ঝড়ু। ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী—তার মেয়েটিকে নিয়ে—বেরিয়ে গিয়েছে।

পারুল। উঃ, কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর !

চপলা ও মহেন্দ্রের প্রবেশ। চপলাকে দেখিলেই মনে হয় অসুস্থ। পারুল ছুটিয়া গিয়া চপলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই অবসরে ঝড়ু আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

চপলা ও মহেন্দ্র। কি হ'ল মা ?

মহেন্দ্র। এই কিছুক্ষণ আগে তোমাদের রেখে গেলাম। এরই মধ্যে কি হ'ল? যূথি কোথায়? যূথি! যূথি!

যূথি। (নেপথ্যে) আমি স্নানের ঘরে বাবা, একটু দেরি হবে আসতে।

চপলা। দুই বোনে ঝগড়া করেছ বুঝি? যূথির ভারী অন্যায়। বড় বোনকে একটু র'য়ে স'য়ে কথা বলবে তা নয়, আজকালকার মেয়েগুলোই যেন কি রকম হয়েছে!

মহেন্দ্র। সত্যি, এ ভারী অন্যায়। নিশ্চয়ই যূথি এমন কিছু বলেছে, যাতে ওর মনে খুব লেগেছে।

পারুল। না বাবা, যূথির কোনও দোষ নেই।

মহেন্দ্র। যূথির কোনও দোষ নেই? তবে কার দোষ?

পারুল। কারুরই দোষ নেই বাবা। আমার মনটা খারাপ লাগছিল।

চপলা। অমনই কি কারুর খারাপ লাগে? একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়। লক্ষ্মীটি, বল না কি হয়েছে?

পারুল। এই হোটেলের ম্যানেজারবাবুর কথা শুনে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছিল মা।

চপলা। ম্যানেজারবাবু? (মহেন্দ্রের প্রতি) এ কি রকম কথা বল তো? এই তো সবে এলাম এখানে। এর মধ্যেই এত কি কথা হতে পারে যে, পারুল দুঃখে কেঁদে ফেলেছে? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, হোটেলে থাকা আমাদের পোষাবে না। এখানে সাত রকমের লোক থাকে। এই সব বড় বড় মেয়ে নিয়ে—

মহেন্দ্র। আঃ, কি বলছ তুমি! ব্যাপারটা কি হয়েছে তা একবার বুঝতে চেষ্টা কর।

চপলা। তুমি আগে এর একটা ব্যবস্থা কর। (ব্যঙ্গ করিয়া) পরে ধীরে-সুস্থে বুঝতে চেষ্টা ক'রো।

মহেন্দ্র। বাঃ, তোমাদের বুদ্ধিই ওই রকম। কি হয়েছে তার খবরই নেই, আগেই তার ব্যবস্থা করতে হবে!

চপলা। খালি খালি তর্ক ক'রো না। মেয়ে দুটোকে একলা ফেলে যাওয়াই তোমার অন্যায় হয়েছে। আমি যা বলছি, তাই কর। আজকেই একটা বাড়ি ঠিক ক'রে ফেল। হোটেলে থাকা আমাদের পোষাবে না।

মহেন্দ্র। সে না হয় হবে। কিন্তু তোমার ব্যবস্থাটার কোনও মাথা-মুণ্ডু নেই।

পারুল। তুমি শুধু শুধু তর্ক করছ মা, ব্যাপারটা তুমি বোঝ নি।

চপলা। বেশ, তা হ'লে তোমরা বাপ আর মেয়ে দুজনে বেশ ক'রে বুঝে নাও। কিন্তু আমার ঘাড়ের ওপর অমনই ক'রে কাঁদতে এস না। লেখাপড়া-জানা মেয়েদের চালচলনই আলাদা। এই আধ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছ, এর মধ্যেই ম্যানেজারের দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

মহেন্দ্র। আঃ, কি বলছ তুমি!

যূথিকার প্রবেশ।

যূথিকা। এখনও সেই ম্যানেজার ম্যানেজারই চলছে?

মহেন্দ্র ও চপলা। } কি হয়েছে মা, বল তো?

চপলা। (মহেন্দ্রের প্রতি) তুমি একটু চুপ ক'রে থাক তো। ঢের

তো বুঝেছ, এবার আমাকে একটু বুঝতে দাও। (যূথিকার প্রতি) তুমিই বল তো মা, এই হোটেলের ম্যানেজারটা পারুলকে কি করেছে ?

মহেন্দ্র। আঃ, কি যে বলছ তুমি !

চপলা। তুমি একটু চুপ ক'রে থাক তো। (যূথিকার প্রতি) বল তো মা, কি হয়েছে ?

যূথিকা। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না মা। আসা-মাত্রই দিদিকে নিয়ে কি একটা কাণ্ড বাধালে। অতটা বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগে না। যাকে চিনি না, জানি না, সে কেন অত গায়ে পড়া ভাব দেখাতে আসবে ? দেখ না, চাকরটাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে, লুচি যেন গরম গরম খাওয়া হয়। ওর এমন কি মাথাব্যথা হয়েছে আমাদের জন্যে ? আমাদের খুশি আমরা ঠাণ্ডা খাব, তাতে ওর কি আসে যায় ?

পারুল। ছিঃ যূথি, সব জেনে শুনেও ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে এ রকম কথা বলা তোর ভারী অন্যায়।

মহেন্দ্র। আমারও তো অন্যায় ব'লেই মনে হচ্ছে। লুচি গরম গরম খেতে বলেছে, তাতে দোষ কি হয়েছে ?

চপলা। তুমি একবার থাম তো। এসব ব্যাপার তুমি বুঝবে না। (যূথিকার প্রতি) বল তো মা, তোমার কি মনে হয়, লোকটা এত বাড়াবাড়ি কেন করলে ?

মহেন্দ্র। আঃ, কি বলছ তুমি !

চপলা। তুমি চুপ কর। (যূথিকার প্রতি) তোমার বাবার কথা ছেড়ে দাও। আমাকে গুছিয়ে বল তো, কি হয়েছে ?

যূথিকা। ম্যানেজারবাবুর নাকি একটি মেয়ে মারা গিয়েছে, তাই কোন মেয়েকে দেখলেই উনি কেঁদে ফেলেন।

চপলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ, এই কথা!

পারুল। (অসম্ভব ঘৃণার সহিত যূথিকার দিকে তাকাইয়া) মেয়েটি মরে নি মা। মেয়েটির দুশ্চরিত্রা মা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কোন্ একটা হতভাগার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহেন্দ্র ও চপলা বজ্রাহতের মত পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। চপলাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া মহেন্দ্র এবং যূথিকা তাহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। মহেন্দ্র পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া রহিল, যূথিকা চপলাকে সেবা করিতে করিতে বলিতে লাগিল—

যূথিকা। কি হয়েছে মা? কেন এমন করছ? একটু জল খাবে মা?

পারুল এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দেখিলে মনে হয়, যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও দৃশ্য সে দেখিতেছে।

পারুল। দেখলে মা, তোমরা কি নিষ্ঠুরভাবে তাকে আঘাত করছিলে? ভগবান যাকে এমন ক'রে নিঃস্ব করেছেন, তাকে তোমরা কি নিষ্ঠুর কশাঘাত করছিলে? তোমাকে দোষ দিই না মা, ওটা আমাদের ধর্ম্ম। আমরা হৃদয় দিয়ে যেমন ভালবাসতে পারি, তেমনই হৃদয়হীন হয়ে আঘাত করতে পারি। নইলে বল তো মা, এটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়? কন্যাকে হারিয়ে নিরীহ পিতা মণিহারা ফণীর মত ছটফট করছে। এই যে তিলে তিলে সে আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল? সেই নিষ্ঠুর স্ত্রীর হৃদয়ে কি এতটুকু দয়াও হ'ল না মা? সে যে সন্তানকে বুকে নিয়ে চ'লে গেল, তার কি একবার মনেও হ'ল না যে, হতভাগ্য

পিতারও তাকে তেমনই ক'রে বুকে ধরতে ইচ্ছে করে? আর— সেই মেয়ে? ভাবতেও আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। আমি যদি সেই মেয়ে হতাম! পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, ভ্রষ্টা মায়ের কোলে দগ্ধবিদগ্ধ আমি, দুয়ারে দুয়ারে লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, আমি সমাজের একটা অপবিত্র আবর্জ্জনা। পৃথিবীর আলোতে আমার অধিকার নেই, আমি অস্পৃশ্যা। যেখানে পৃথিবীর নরনারী আভিজাত্যের গর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, সেখানে আমি কুকুরের মত ঘৃণিত, অপবিত্র। উঃ, সেই মা কি সন্তানের কথাও একবার ভাবলে না? কি ক'রে পারলে সে এমন নিষ্ঠুর হতে? (চপলার কাছে আসিয়া) বল তো মা, মা হয়ে সে কি ক'রে পারলে এমন কাজ করতে? উঃ, কি নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা!

মহেন্দ্র এবং চপলা বেত্রাহতের মত সঙ্কুচিত হইল। যূথিকা হতভম্ব হইয়া একবার দিদির দিকে একবার বাপ-মায়ের দিকে তাকাইতে লাগিল, যেন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য রহস্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হোটেলের আফিস-ঘর।

যোগেন বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে এবং অসম্ভব দ্রুত পা
নাড়িতেছে, এমন সময় নরেনের প্রবেশ।

নরেন। তাইরে নারে, নাইরে না, না, না, না। তাইরে নারে, নাইরে না, না, না, না। তাইরে নারে—

যোগেন। কি খালি খালি কিচির-মিচির করছ! ভাল লাগে না।

নরেন। ওঃ, আপনি! আমি ভাবলাম, ঘরে কেউ নেই। তাই এই সুযোগে গলাটা একটু সেধে নিচ্ছিলাম।

যোগেন। হয়েছে। আর বকর বকর ক'রো না।

বকুনি খাইয়া নরেন তাহার নিজের টেবিলে গিয়া বসিল এবং
খাতাপত্র লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে
যখন দেখিল যে, যোগেন পুনরায় খুব দ্রুত পা
নাচাইতেছে, তখন কাজ ফেলিয়া টেবিলে
তাল ঠুকিতে লাগিল।

নরেন। ধেরে কাটা তাক তাক, ধেরে কাটা তাক তাক, ধেরে কাটা তাক তাক।

যোগেন। আচ্ছা জ্বালাতন করতে পার তো তুমি! একটু চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পার না? আচ্ছা হোটেল বাবা! কোথাও একটু নিরিবিলি বসবার উপায় নেই।

নরেন। আপনার কি অসুখ করেছে?

যোগেন। আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি তো! অসুখ না করলে কি চুপ ক'রে থাকতে নেই? অসুখ ছাড়াও মানুষের কত রকম বিপদ হতে পারে, তা জান?

নরেন। বিপদ!

যোগেন। হ্যাঁ গো, বিপদ। এই ধর আমার বাপ ম'রে থাকতে পারে, মা ম'রে থাকতে পারে, স্ত্রীর অসুখ ক'রে থাকতে পারে, টাকা চুরি গিয়ে থাকতে পারে, অথবা আমার পাটা ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।

এই বলিয়া যোগেন পুনরায় পা নাড়াইতে লাগিল।

নরেন। (যোগেনের পায়ের দিকে তাকাইয়া) পাটা ভেঙেছে ব'লে তো মনে হয় না।

যোগেন। (পা নাড়ানো বন্ধ করিয়া) উল্লুক। তুমি একটা উল্লুক।

যোগেন আবার গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন তাহার খাতায় মনোনিবেশ করিল। সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল এবং সময় সময় খাতা হইতে মুখ তুলিয়া যোগেনের দিকে তাকাইতে লাগিল। যোগেন এক-একবার নরেনের দিকে কটমট করিয়া তাকাইতে লাগিল।

নরেন। ওঃ, আজ না শনিবার?

যোগেন। তাতে তোমার কি হয়েছে? তোমার আবার শনিবার রবিবার কি?

নরেন। আমার কাছে শনিবার রবিবার দুইই এক। কিন্তু আপনার তো আজ এখানে থাকার কথা নয়।

যোগেন। (ভ্যাঙচাইয়া) এখানে থাকার কথা নয়! তবে কোন্ চুলোতে থাকব শুনি? বাতলে দিলেই তো পার।

নরেন। (হাসিয়া) বুঝেছি। আফিসের বড়বাবু বুঝি ছুটি দেয় নি এবার? দাদা, চাকরিই যার করতে হবে, তার আবার বিয়ে করা কেন?

যোগেন। আচ্ছা বখাটে ছোকরা তো! চাকরি করি ব'লে বিয়ে করব না! বিয়ে না করলে সংসারধর্ম্ম রাখবে কে?

নরেন। দাদা, ধর্ম্ম রাখছেন তো খালি শনিবার। বাকি ছ দিন?

যোগেন। বাকি ছ দিন!

নরেন। হ্যাঁ দাদা, বাকি ছ দিন? যা মাইনে পান, তাতে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ক'রে সংসারধর্ম্ম পূরোপূরি পালন করা তো আপনার পক্ষে অসম্ভব। কোনও দিন যে সম্ভব হবে, তারও নমুনা দেখছি না। শনিবার শনিবার বাড়ি যাবেন, আবার রবিবারে আসবেন। এতে কি ধর্ম্মরক্ষা হয়?

যোগেন। ছোকরা বলে কি! আমরা যে তিন পুরুষ থেকে এই কাজ ক'রে আসছি। আমি করছি, আমার বাবা করেছেন, আমার ঠাকুরদা করেছেন। আমার ছেলেও তাই করবে।

নরেন। অতএব প্রমাণ হ'ল, ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে। বাকি ছ দিনের কি ব্যবস্থা হ'ল?

যোগেন। (হতাশ হইয়া) চুলোয় যাক তোমার ছ দিন।

নরেন। তাই বলুন তা হ'লে, বাকি ছ দিনের খবর আপনি রাখেন না।

যোগেন। (চটিয়া) দেখ ছোকরা, এ তোমার ভারী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। খবর আবার রাখব কি? ছ দিন পরে বাড়ি গেলেই আবার খবর পাব, কে কেমন আছে।

নরেন। ছ দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

যোগেন। খালি খালি ছ দিন ছ দিন ব'লে ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রো না। ভদ্রলোকের বাড়িতে আবার ঘটবে কি?

নরেন। আপনি চটছেন কেন? ভদ্রলোকের বাড়িতে ঘটবে না তো কি অভদ্রলোকের বাড়িতে ঘটবে? অভদ্রলোকের বাড়িতে তো রোজই ঘটছে, তার খবর কে রাখে বলুন? ভদ্রলোকের বাড়িতে ঘটলেই সেটাকে আমরা ঘটনা বলি, ঢাক ঢোল পিটিয়ে সকলকে জানাই, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা করি, বই ছাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করি।

যোগেন। আচ্ছা তার্কিক হয়েছ তো তুমি!

নরেন। হব না। অনেক পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, বি. এ. পাস করা অত সহজ নয় দাদা, রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। বিয়ে করার মত অত সহজ মনে করবেন না যে, সাত দিনের মধ্যে একদিন ধর্ম্মরক্ষা করলেই পাস করতে পারবেন।

যোগেন। তুমি কি বলতে চাও হে?

নরেন। বলতে চাই এই যে, আপনি আপনার সংসারধর্ম্ম খালি সাত ভাগের এক ভাগ পালন করছেন। অতএব আপনি অধর্ম্মই বেশি করছেন। এর ফল আপনাকে ভুগতেই হবে। অমনই এক শনিবার বাড়ি গিয়ে দেখবেন, আপনার বউ কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

যোগেন। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) ওরে বাবা রে, কি ডাকাতের হাতেই পড়েছি! আমার ঠাকুরদার বউ পালাল না, আমার বাবার বউ পালাল না, আর আমার বউটাই পালিয়ে যাবে? ওরে বাবা রে, কি সর্ব্বনাশই হ'ল রে!

বিজয়ের প্রবেশ, পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় ডাক্তারী নল।

বিজয়। কি ব্যাপার? কান্নাকাটি কেন?

যোগেন। ব্যাপার ওই বখাটে ছোকরাটাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমার তিন পুরুষে যা হয় নি, আজ আমার কপালে তাই ঘটল! ওরে বাবা রে, আমি কোথায় যাবা রে বাবা?

কান্না শুনিয়া ম্যানেজার, পরাশর, নবীন, মহেন্দ্র এবং তিমিরের প্রবেশ। তিমির মিহি কোঁচানো ধুতি এবং চুড়িদার পাঞ্জাবি পরিয়াছে, চোখে একটু নেশার ভাব।

সকলে একত্রে। কি হয়েছে? কান্নাকাটি কেন? এ যে চিড়িয়াখানা ক'রে ফেলেছ! কি ব্যাপার? কাঁদবেই যদি, একটু আস্তে কাঁদতে পার না?

পরাশর। কি হে বারো নম্বর, এত কাঁদছ কেন?

যোগেন। মাস্টার মশাই, এই বখাটে ছোকরাটা আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমার তিন পুরুষে যা হয় নি, এই ছোকরা আজ তাই করেছে। হায়! হায়! হায়! আমি এখন কোথায় যাব?

পরেশ। আঃ, একটু থাম না। পরে অনেক কাঁদতে পারবে। খুলেই বল না কি হয়েছে?

যোগেন। খুলে আর বলব কি ছাই? আর কার জন্যেই বা বলব রে দাদা! তিন পুরুষে যা হয় নি, এই ছোকরা আজ তাই করলে।

পরাশর। ওর কান্না আজ থামবে না। (বিজয়ের প্রতি) তুমি তো আমাদের আগে এসেছ, কিছু জান?

বিজয়। না মাস্টার মশাই। আমি ঘরে ঢুকেই দেখি, বারো নম্বর

হাউমাউ ক'রে কাঁদছে। আমি তো ভাবলাম, কেউ মরেছে-টরেছে বোধ হয়।

পরেশ। আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি। (নরেনের প্রতি) আমার মনে হচ্ছে, তুমিই যত গোলমালের কারণ। তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি—বোর্ডারের সঙ্গে তর্ক কিংবা ঝগড়া ক'রো না। ন্যায়-অন্যায় ভাবলে চলবে না। এটা তো তোমার কলেজের ক্লাস নয়, এটা ব্যবসা। ওদের খুশি ক'রেই আমাদের খেতে হবে। এই সহজ কথাটা তোমাকে একশো বার ব'লেও আমি বোঝাতে পারলাম না। যাক, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তুমি এর কাছে মাফ চাও। (যোগেনের প্রতি) তুমি ওকে ক্ষমা কর ভাই। হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে আমিও তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

যোগেন। জুতো মেরে এখন গরু দান হচ্ছে! আমার বউটাকে বের ক'রে দিলে, আর—

তিমির। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

সকলে অবাক হইয়া নরেনের প্রতি চাহিয়া রহিল। বেচারা নরেনও হতভম্ব হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

তিমির। রোজ রোজ তোমাদের কত বলি, কিন্তু তোমরা আমাকে ঠাট্টা কর। বল, মাতাল ব্যাটার চরিত্রটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখন দেখলে তোমরা, কার কথাটা ঠিক? কি হে কবি, তোমার চার চার আনার কবিতাতে এবার প্রেমের কথা লিখবে? কি হে কেরানী ভাই, তোমার শনিবারের ছুটির এবার কি হবে উপায়? কোন্ চুলোতে যাবে এবার, বল? কতবার তোমায় বলেছিলাম, আমার পথে এস। কিসের প্রেম, কার প্রেম? তখন খালি

বলতে, তুমি ছুটি দিন ব'সে ব'সে তোমার স্ত্রীর রূপ ধ্যান কর ; অমন কালো কালো, ডাগর ডাগর চোখ, মুক্তোর মত দাঁত, ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট। এখন সেই ঠোঁট দুখানি কার কাছে আছে? হাঃ হাঃ হাঃ—

যোগেন। ওরে বাবা রে, আমার তিন পুরুষে—

তিমির। ধ্যাৎ তোর তিন পুরুষ। চোদ্দ পুরুষ বল। তোর সত্তর পুরুষ থেকে এই ব্যাপারই চলছে। ও আপদ ম'রে যাওয়াই ভাল।

বিজয়। মাস্টার মশাই, এই মাতালটাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিমির। মাস্টারকে বলছ কেন দাদা? উনি তো বউ পালাবার ভয়েই আর ওদিক মাড়ান নি। হাঃ হাঃ হাঃ—

বিজয়। ম্যানেজারবাবু, এ অসহ্য। এই ইতরটাকে এক্ষুনি বের ক'রে দিতে হবে।

আস্তিন গুটাইয়া তিমিরের দিকে অগ্রসর।

তিমির। র'স, র'স ডাক্তার। আমি নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছি। (দরজার কাছে গিয়া) ম্যানেজারের দোহাই দিলে ডাক্তার, কিন্তু ওর গিন্নীও ওকে কলা দেখিয়ে স'রে পড়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ— দিল্লীকা লাড্ডু দাদা, দিল্লীকা লাড্ডু—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রস্থান।

সকলে অবাক হইয়া ম্যানেজারের দিকে তাকাইল। কিন্তু ম্যানেজার মোটেই সঙ্কুচিত হইল না, বরং অসহনীয় ক্রোধে দাঁত চাপিয়া রহিল। পরে হতভাগ্য নরেনকে দেখিয়া তাহার প্রতি হিংসাবৃত্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, যেন এই অসহায় যুবকটিই তাহার দুর্ভাগ্যের হেতু।

পরেশ। তোমাকে আমি আজ এমন শাস্তি দোব, যা তুমি জীবনে ভুলবে না, যা দেখে তোমার মত বদমায়েশরা ভয়ে শিউরে উঠবে। এক যুগ ধ'রে আমি তিলে তিলে জ'লে মরেছি, আজ তোমাকে এমন জ্বালান জ্বালাব, যা তুমি তোমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভুলতে পারবে না। তোমার মত আরও যেসব পিশাচ আছে, তাদের সকলের হয়ে আজ তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

নরেন। মাস্টার মশাই, ডাক্তারবাবু, আপনারা আমাকে বাঁচান। এই বারো নম্বরের বউকে আমি চোখেও দেখি নি।

নবীন। হো—হো—হো—ক্যাপিট্যাল, ক্যাপিট্যাল।

পরেশ। তুমি চীৎকার করছ কেন ?

নবীন। করব না ? চোখে না দেখেই চুরি ক'রে ফেলেছে ? এর চাইতে রোম্যান্টিক আর কি হতে পারে ? (নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া) সাবাস ভাই, সাবাস। তোমাকে নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলব।

পরাশর। তোমরা একটু চুপ কর তো। আমার মনে হয়, বারো নম্বর কেঁদে কেঁদে আসল কথাটা হারিয়ে ফেলেছে। (নরেনের প্রতি) তুমি সত্যিই কিছু কর নি তো ?

নরেন। আপনার কি বিশ্বাস হয়, আমি এমন কাজ করতে পারি ? আমি ওর বউকে জীবনেও দেখি নি।

নবীন। সাবাস বন্ধু, সাবাস।

পরেশ। চুপ কর তুমি, নইলে আজ থেকেই তোমার ভাত বন্ধ হবে।

নবীন। এটা কি তোমার ন্যায়সঙ্গত কথা হ'ল ?

পরেশ। (ধমকাইয়া) চুপ কর।

বিজয়। (যোগেনের প্রতি) আমরা তো বুঝতে পারছি না, আপনি কেন কাঁদছেন।

যোগেন। কাঁদব না? আমরা তিন পুরুষ থেকে কলকাতায় চাকরি করছি এবং শনিবার শনিবার বাড়ি যাচ্ছি। আজ কিনা এই ছোকরাটা বলে যে, আমি বাড়ি গিয়ে দেখব, আমার বউ পালিয়ে গিয়েছে। ওরে বাবা রে, আমার কি উপায় হবে?

বিজয়। (হাসিয়া) তা হ'লে আপনার স্ত্রী সত্যি সত্যি পালায় নি?

যোগেন। কি ক'রে বলব আমি? চোখে না দেখলে বিশ্বাস করি কি ক'রে? সব্বাই মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে পথে বসিয়েছে। নইলে বেছে বেছে আজকেই কেন বড়বাবু আমাকে আটকে দিলে?

পরাশর। শোন, আর কেঁদো না। তুমি একটা কাজ কর। একটা টেলিগ্রাম কর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জবাব পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কি বল?

নবীন। ক্যাপিট্যাল। চল, আমি কবিতায় একটা টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি।

যোগেন। আমাদের তিন পুরুষে কক্ষনও এমন হয় নি—

নবীন যোগেনকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

বিজয়। শুধু শুধু কি কাণ্ডটাই না করলে!

পরাশর। শুধু শুধু নয় হে, শুধু শুধু নয়। কেরানীর প্রাণ, এমনিতেই দুর্ব্বল। ওর নিজের মনই অনেকদিন থেকে খুঁতখুঁত করছিল। বুঝতে পারছ তো, ভগবান ওকে পয়সা দেন নি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তো কম দেন নি। ওরও মনে ইচ্ছে হয়, কলকাতায় একখানা

বাড়িতে ছোট্ট একটি সংসার পেতে বসে। শনিবার রাত্রিতে বাড়ি পৌঁছে আবার রবিবার বিকেলেই যখন চ'লে আসতে হয়, তখন ওর প্রাণ নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাকি ছ দিন ওর বিদ্রোহী মন নিশ্চয়ই অনেক দুঃস্বপ্ন দেখে। ও রকম অবস্থায় পড়লে আমিও দেখতাম, তুমিও দেখতে। অস্বাভাবিক জীবন যাপন করলে মনের গতিও অস্বাভাবিক হবেই। তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে?

মহেন্দ্র। (বিজয়কে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই) কিন্তু লোকটা কেঁদে ফেললে কেন?

পরাশর। এর আগেও বহুবার সে কেঁদেছে, ধরা পড়ে নি এই যা। সারাজীবন ধ'রেই সপ্তাহে ছ দিন ক'রে কেঁদেছে। খালি তাই নয়, ওর বাবা কেঁদেছে, ঠাকুরদা কেঁদেছে। কাঁদাটা ওর পৈত্রিক ধর্ম্ম। আমার মনে হয়, রোজ রাত্রিতেই ওর স্ত্রীকে ও এমনই ক'রে হারায় এবং কাঁদে। প্রত্যেক শনিবার বাড়ি গিয়ে যখন দেখে, যেমনটি রেখে গিয়েছিল সবই ঠিক তেমনটি রয়েছে, তখন কিছুটা সান্ত্বনা পায় বটে, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারে না; কারণ ওর স্ত্রীর পেটের মধ্যে কি কথা আছে, তা সে কক্ষনও জানতে পারবে না।

মহেন্দ্র। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে পুরুষ এবং নারী পরস্পরকে কখনও বিশ্বাস করতে পারে না এবং পারবে না।

পরাশর। পারে কি মহেন্দ্রবাবু?

মহেন্দ্র বিচলিত হইল।

পরাশর। আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনিও বেশ জানেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

মহেন্দ্র। (ইতস্তত করিয়া) না—ঠিক তা নয়—মানে, স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপযুক্ত হ'লে বিশ্বাস করা যায় বইকি।

পরাশর। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে উপযুক্ত বিবেচনা করে কি না, তার বিচার কে করবে? আমাদের এই ম্যানেজার কি কখনও ভেবেছিল যে, তার স্ত্রীর উপযুক্ত সে নয়, অথবা সে কি জানত যে, তার স্ত্রী তাকে উপযুক্ত মনে করে না? কি হে ম্যানেজার, তুমি জানতে?

পরেশ কোনও জবাব না করিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল।

ম্যানেজার জানত না, কারণ জানা সম্ভব নয়। আমরা শুধু অন্ধের মত বিশ্বাস করতে পারি অথবা সন্দেহের দুঃস্বপ্ন দেখতে পারি। এই দুঃস্বপ্নের আক্রমণে অনেক শক্ত লোকও হ'টে যায় মহেন্দ্রবাবু। বারো নম্বর তো সামান্য কেরানী। ওর দুঃস্বপ্নকে যখন নরেন তার বি.এ. পাসের যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলে, তখন না কেঁদে তার উপায় কি বলুন? (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিল, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে; তখন হাসিয়া) আমার কথাগুলো আপনাদের ভাল লাগছে ব'লে মনে হয়। তবে শুনুন, এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অনেক চেষ্টা আমরা করেছি। এই চেষ্টায় আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার হ'ল—তালা আর চাবি। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, তালা আর চাবি। বারো নম্বর যদি তার স্ত্রীকে, ওই ছ দিন তালাবদ্ধ ক'রে রাখত, তা হ'লে চাবিটি যতক্ষণ পকেটে থাকত, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারত, কি বলেন মহেন্দ্রবাবু? কি বল হে ম্যানেজার,

যদি একটি তালাচাবি করতে, তা হ'লে আজ হয়তো তোমার স্ত্রী এবং মেয়ে তোমার কাছে থাকত।

পরাশরের কথা শুনিয়া ম্যানেজার একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত দুঃখ যেন তাহার চোখ দুইটি ফাটিয়া বাহির হইতেছে।
মহেন্দ্র কোনও অজ্ঞাত কারণে চঞ্চল হইয়া পড়িল।
বিজয় এবং নরেন বয়ঃসুলভ সঙ্কোচের সহিত বাহিরে চলিয়া গেল।

পরেশ। ওরা পালিয়েছে। কিন্তু একদিন আমি আমার স্ত্রী এবং সেই শয়তানটাকে আমার এই হাত দুটোর মুঠোর মধ্যে পাব মাস্টার। তখন আর পালাতে পারবে না। আমার এই হাত দুটো দিয়ে ওদের হৃৎপিণ্ড দুটো আমি পিষে ফেলব।

মনে হইল, পরেশ তাহার শত্রুর হৃৎপিণ্ড তাহার দুই হাতে নিষ্পেষণ করিতেছে। মহেন্দ্রের মনে হইল, যেন পরেশ তাহারই হৃৎপিণ্ডকে মথিত করিতেছে।

তুমি দেখবে মাস্টার, তুমি দেখবে।

টলিতে টলিতে পরেশের প্রস্থান।

মহেন্দ্র। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে) পরাশরবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

পরাশর। অবিশ্যি।

মহেন্দ্র। এই—এই ভদ্রলোকটির নিবাস কোথায়?

পরাশর। কার? ম্যানেজারের?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ।

পরাশর। এই যাঃ, ভুলে গেলাম। বেশি দূরে নয়, কয়েক ঘণ্টার পথ গ্রামটার নাম—

পারুলের প্রবেশ।

পারুল। বাবা! (পরাশরকে দেখিয়া) ওঃ, আপনি!

মহেন্দ্র। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) কি মা?

পারুল। তুমি, আমি আর যূথি আজ থিয়েটারে যাব, কেমন? মা তো ঘর থেকেই বেরুতে পারেন না।

মহেন্দ্র। থিয়েটারে? আচ্ছা, চল।

পারুল। আর একটা কথা আছে বাবা, এদিকে এস। (স্টেজের এক প্রান্তে মহেন্দ্রকে টানিয়া) আমরা মাস্টার মশাইকে এবং ম্যানেজারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব, কেমন?

ছুটিয়া বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। মাস্টার মশাই, বিয়ে না করাই আমি ঠিক করেছি। ও হ্যাঙ্গাম—

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। বিজয় এবং পারুলের মুখামুখি হওয়াতেই কথার উৎস ফুরাইয়া গেল।

পরাশর। (বক্র দৃষ্টি করিয়া) কি হ্যাঙ্গামের কথা বলছিলে না?

বিজয়। না—এমন কিছু হ্যাঙ্গাম নয়, এই—ইয়ে—বলছিলাম কি—

পরাশর হাসিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ও হাসিতে লাগিল। পারুলের চোখে মুখে কৌতূহলপূর্ণ হাসি। মহেন্দ্র নির্ব্বাক, কোনও অজানিত বিপদের আশঙ্কায় তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপথ।

ষ্টেজের এক প্রান্তে একটি পানের দোকান। মাঝামাঝি স্থানে একটি ঔষধের দোকান। দোকানের দরজার উপরে মস্ত বড় একটা সাইনবোর্ড। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে—

"হরিবোল ডিস্পেনসারি।
ছেলে চাও তো দিতে পারি।
না চাও তো একটি বড়ি।
পার করবে ভবের তরী।"

দোকানের দরজাটি বেশ বড়। দোকানের অভ্যন্তর দেখা যাইতেছে। দোকানের ভিতরে, কিন্তু দরজার খুব কাছে একটি লোক সাহেবী কাপড়-চোপড় পরিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছে। রাস্তায় লোক-চলাচল হইতেছে। সময় সময় কয়েকজন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উপরের সাইনবোর্ড দেখিয়া চুপিচুপি দোকানে ঢুকিয়া পেটেণ্ট ঔষধ কিনিতেছে। কেহ কেহ পানের দোকান হইতে পান কিনিয়া খাইতেছে এবং দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে। এক প্রান্তে একটা অসুস্থ ভিখারী বসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে।

ষ্টেজের বিপরীত দিক হইতে জনৈক বয়স্ক পুরুষ এবং জনৈক যুবকের প্রবেশ। উভয়েই বিপরীত দিক হইতে আসিয়া ঔষধের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সাইনবোর্ড পড়িতে লাগিল। একসঙ্গে দোকানে প্রবেশ করিতে গিয়া উভয়ের মধ্যে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল।

বয়স্ক। আঃ, চোখে দেখতে পাও না?

যুবক। বেশ তো! ধাক্কাও মারলেন, আবার চোখও রাঙাচ্ছেন?

বয়স্ক। আমি ধাক্কা মারলাম! ওপর দিকে হাঁ ক'রে না তাকিয়ে রাস্তাটা একবার দেখতে পার না?

যুবক। আপনিই তো ওপর দিকে হাঁ ক'রে তাকাচ্ছিলেন।

বয়স্ক। আমি তাকাচ্ছিলাম! আচ্ছা বেশ, আমিই তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি ওটাকে (সাইনবোর্ড দেখাইয়া) অত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলে কেন?

যুবক। আপনিই বা দেখছিলেন কেন?

বয়স্ক। আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি তো! আরে, আমি দেখছিলাম আমার দরকার আছে ব'লে। জান, আমার দশটি ছেলেমেয়ে হয়েছে? দশটি, বুঝলে ছোকরা, দশ-দশটি ছেলেমেয়ে। কিন্তু মাইনে পাই মোটে সত্তর টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু সাত টাকা, আমার কথা আর গিন্নীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আরও দু-চারটি হ'লে কি উপায় হবে বল তো?

যুবক। আমারও তো ও রকম অবস্থা হয়ে থাকতে পারে।

বয়স্ক। (যুবককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এই বয়সেই তোমার অবস্থা যদি আমার মতন হয়ে থাকে, তা হ'লে বলতে হয়—সাবাস ভাই, তুমি বাংলা দেশের নাম রাখতে পারবে।

যুবক। দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। অপরিচিত লোকের সঙ্গে এ রকম রসিকতা করা আমার ভাল লাগে না।

বয়স্ক। ভাল লাগে না! বলছ কি হে ছোকরা? তোমার যে ছবি তুলে ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখা উচিত। তোমাকে মেডেল দেওয়া উচিত। বৃত্তি দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠানো উচিত। বাংলা দেশের নাম রেখে আসতে পারবে।

যুবক। এ আপনার ভারী অন্যায়। আমি কি বলেছি যে, আমার দশটি ছেলে হয়েছে ?

বয়স্ক। ওঃ, তাই বল, তোমার একটিও ছেলে হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

যুবক। (চটিয়া) ধ্যেৎ, ছোটলোক কোথাকার।

চলিয়া যাইতে উদ্যত।

বয়স্ক। ওহে ছোকরা, শোন। তোমার বিয়ে হয়েছে ব'লেই আমার বিশ্বাস হয় না।

বিড়বিড় করিয়া গালি দিতে দিতে যুবকের প্রস্থান। বয়স্ক ঔষধের দোকানে ঢুকিয়া এক শিশি ঔষধ লইয়া প্রস্থান করিল।

ইতাবসরে অনেকগুলি খাম হাতে লইয়া নবীনের প্রবেশ।

নবীন। চাই, চার চার আনায় এক-একখানি কবিতা। চাই, চার চার আনায় এক-একখানি কবিতা।

জনৈক পথিক। কি বললেন মশাই ?

নবীন। চার চার আনায় এক-একখানি কবিতা। এই খামের মধ্যে এক-একখানি কবিতা আছে, আমি নিজে রচনা করেছি এবং নিজের হাতে খুব সুন্দর ক'রে লিখে দিয়েছি। নেবেন একখানা ?

পথিক। এক-একখানা কবিতা চার আনা! চার আনায় একটা মাসিক-পত্রিকা কিনলে তো দশ-বিশটা কবিতা পাওয়া যাবে।

নবীন। তা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার হাতের লেখাটি তো পাবেন না। হাতের লেখার ভেতর দিয়ে আপনি আমার অর্থাৎ কবির প্রাণের যে পরিচয়টি পাবেন, তা কি ছাপার অক্ষরে সম্ভব ?

একখানি ছাপানো কাগজ আপনার কাছে ধরলে আপনি হয়তো ভাববেন—এই ধরুন আপনি ভাবতে পারেন—এটা একটা হ্যাণ্ডবিল, হয়তো পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন, অথবা ভোটের বিজ্ঞাপন, অথবা কোনও মকদ্দমার টনকদার খবর। ও জিনিস হাতে পড়লে আপনি হয়তো ছুঁড়েই ফেলে দেবেন, কিন্তু হাতের লেখা? হাতের লেখাকে ছুঁড়ে ফেলতে তেমন নির্দ্দয় লোকেরও বেশ কষ্ট হবে। মনে হবে, কবিতার সঙ্গে কবিকেও যেন ছুঁড়ে ফেলছি। এই দেখুন না, পাছে কেউ না পড়ে, এই ভয়ে আজকাল অনেক বড় বড় লেখকও মাসিক-পত্রিকায় তাদের লেখা হাতের অক্ষরে ছাপান। এটা আমাদের একটা বিজ্‌নেস-সিক্রেট মশাই, বিজ্‌নেস-সিক্রেট। নেবেন একখানা?

পথিক। না মশাই, চার আনা দিয়ে একটা কবিতা—

যাইতে উদ্যত।

নবীন। ও মশাই, শুনুন। (পথিককে এক পাশে লইয়া গিয়া) ভাল ছবি নেবেন? (পরে কানে কানে কথা বলিল)

পথিক। (হাসিয়া) খুব ভাল ছবি তো?

নবীন। খুব ভাল।

পথিক। দাম কত?

নবীন। এক টাকা।

পথিক। (এদিক ওদিক চাহিয়া) আচ্ছা, দিন একখানা। এই নিন টাকা। (যাইতে যাইতে) খুব ভাল ছবি তো?

নবীন। খুব ভাল ছবি। কোনও মাসিক-পত্রিকায় ও জিনিস পাবেন না। (উচ্চৈঃস্বরে) চাই, চার চার আনায় এক-একটি কবিতা, খুব

ভাল কবিতা। কোনও মাসিক-পত্রিকায় এমন কবিতা পাবেন না। মেড টু অর্ডার, মেড টু অর্ডার। আপনার পছন্দমত কবিতা লিখে দেওয়া হয়। চার আনা, চার আনা।

জনৈক পথিক। শুনুন মশাই, আপনি অর্ডারমত কবিতা লিখে দেন?

নবীন। আজ্ঞে হাঁ। এক এক পাতা এক টাকা।

পথিক। দু-চার পাতা একটু রসালো ক'রে একটি কবিতা লিখে দিতে পারেন?

নবীন। নিশ্চয়।

পথিক। আচ্ছা, আমার জন্যে একটা লিখুন। আমি কাল ঠিক এমনই সময় আসব। নিয়ে আসবেন, কেমন? খুব রসালো যেন হয়, বুঝলেন কিনা, এই—আমি বলছিলাম কি—আমি দ্বিতীয় পক্ষে একটি বিয়ে করেছি। আমি চাই—ওকে নিয়ে—বেশ একটু রসালো ক'রে—

নবীন। থাক থাক, আর বলতে হবে না। ওটা আমাদের অভ্যেস আছে। মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকেরা বলেন, আজকাল ওদের কাগজ দ্বিতীয় পক্ষের লোকেরাই বেশি পড়ে। ওদের একটা থিওরি আছে মশাই। ওরা বলে যে, কবিতাই আজকাল পেটেণ্ট ওষুধের কাজ করে। (উচ্চৈঃস্বরে) চাই, চার চার আনায় কবিতা।

পথিকের প্রস্থান।

সস্তায় খাস্তা কবিতা, রসের ফোয়ারা, আধুনিক যুগের চ্যবনপ্রাশ, সঞ্জীবনী সুধা। গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠবে, ঠাকুরদাদা লাফাতে চাইবে, ঠাকুরমারা নেচে উঠবে। চার চার আনা, চার চার আনা।

জনৈক অবাকজলপান ফেরিওয়ালার প্রবেশ।

ফেরিওয়ালা। চাই বাদামের নকুলদানা,
অবাকজলপান ঘুগনিদানা,
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

নবীন। হুর রে, হুর রে। তুমি আজকে শেখালে বন্ধু।

(সুর করিয়া)

চাই কবিতার নকুলদানা,
অবাকজলপান ঘুগনিদানা,
পেটেণ্ট ওষুধ আর কিনো না।

উভয়ে। কুড়মুড় কুড়মুড়, কুড়মুড় কুড়মুড।

ঔষধের দোকানী চোখ রাঙাইয়া একটি মোটা বাঁশ হাতে
লইয়া প্রবেশ করিল।

নবীন। (সভয়ে) এ কি ভাই, বাঁশ দিয়ে কি করবে ?

দোকানী। (দাঁত খিচাইয়া) এক্ষুনি দেখতে পাবে। তোমাকে বাঁশ না দিলে তোমার শিক্ষা হবে না।

নবীন। (দুই হাত পিছু হটিয়া) অত মোটা বাঁশ! (কাঁদ কাঁদ হইয়া) লোকে দেখলে কি বলবে বল তো ?

দোকানী। তোমাকে বার বার বলেছি, আমার খদ্দের ভাগিও না, তবু তুমি রোজ রোজ এসে আমার দোকানের সামনে চীৎকার করবে ?

ফেরিওয়ালা। আপনি এত চটছেন কেন ?

দোকানী। চটব না ? এই লোকটার এই বিশ্রী লেখাগুলো না থাকলে ওই দ্বিতীয় পক্ষের লোকটা হয়তো আমার এক শিশি টনিক পিল কিনে ফেলত।

ফেরিওয়ালা। টনিক পিল! তাতে কি হয় বাবু?

দোকানী। (কটমট করিয়া) কি হয়? (কবিকে) শুনেছ ব্যাটার কথা?

নবীন। ও একটা ছোটলোক, মূর্খ, ও জানবে কি ক'রে? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ফেরিওয়ালার প্রতি) টনিক মানে বুঝলে কিনা (দুই হাতের পেশী শক্ত করিয়া) যাতে গায়ে জোর এনে দেয়—মানে গায়ের জোর ঠিক নয়—গায়ে জোর না থাকলে কেউ দিতে পারে না—মানে মনের জোর এনে দেয়, অর্থাৎ একটি বড়ি খেলে তোমার মনটা এমন হয়ে যাবে যে, যা নেই, তোমার মনে হবে সেটা তোমার মুঠোর মধ্যেই আছে।

ফেরিওয়ালা। হো—হো—হো, এই কথা! বাবুদের কাণ্ডই আলাদা। ও জিনিসটা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি। আপনারা যে তার টনিক নাম দিয়েছেন আর তা নিয়ে আবার বই লেখেন, সেটা তো আর জানা ছিল না। হো—হো—হো, এই দেখুন না, আমার বাঁ হাতটায় দাগ প'ড়ে গিয়েছে।

দোকানী ও নবীন। } তবে রে ব্যাটা পাজি!

ফেরিওয়ালার দ্রুত প্রস্থান। দোকানী কিছুক্ষণ নবীনের প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। নবীন মাথা চুলকাইতে লাগিল। বড় বড় খাম হাতে জনৈক চিত্রকরের প্রবেশ।

নবীন। এই যে ভায়া, তুমিও এসে জুটলে নাকি?

চিত্রকর। কি আর করি ভাই, না খেয়ে আর কদিন থাকব?

নবীন। কিন্তু এখানটায় যে অসম্ভব কম্‌পিটিশন হচ্ছে।

চিত্রকর। একটুখানি সহ্য কর ভাই। একলা বেরুতে কেমন যেন লজ্জা করে। কয়েকদিন তোমার সঙ্গে রেখে কায়দাটা একটু যদি শিখিয়ে দাও—

নবীন। কায়দা শিখতে চাও?

চিত্রকর। হ্যাঁ ভাই, যদি দয়া ক'রে শিখিয়ে দাও তো একটা বিহিত হয়। তুমি তো ভালই রোজগার করছ শুনতে পাই।

নবীন। তা ঠিকই শুনেছ। আচ্ছা, তুমি কি ছবি এনেছ দেখি?

চিত্রকর। (একখানি ছবি দেখাইল) ভাল ভাল ছবি এনেছি ভাই। এই দেখ না, দেখ, ভাল ক'রে দেখ, এই দিকে ধর, আলোটা একটু পড়তে দাও। দেখছ? এটা একটা মাস্টারপিস। দেখছ? নদীর বুক থেকে সূর্য্য উঠে আসছে। চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগৎ কেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। সমস্ত ছবিটার মধ্যে কেমন একটা নূতন প্রাণের—

নবীন। (ছবি ফিরাইয়া দিয়া) থাক থাক। ও ছবি চলবে না ভাই।

চিত্রকর। চলবে না?

নবীন। না ভাই, ওই ছবি চার আনা দিয়েও কেউ নেবে না। এই রাস্তাতে তো চলবেই না, আমি বলব, ওটা বাংলা দেশের কোথাও চলবে না।

চিত্রকর। বল কি? এটা যে একটা মাস্টারপিস।

নবীন। হোক গে ভাই মাস্টারপিস। কিন্তু ওটাতে আসল জিনিসটি নেই।

চিত্রকর। তোমার এই আসল জিনিসটি কি, তা তো বুঝলাম না।

নবী। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ছবি আঁকতে এসেছ। তোমার কি সৌন্দর্য্যজ্ঞানও হয় নি?

চিত্রকর। (গর্ব্বের সহিত) যথেষ্ট হয়েছে। এই ছবিকে যে সুন্দর বলবে না, তার চোখ নেই।

নবীন। তোমার ওই চোখ না বদলালে তুমি পয়সা কামাতে পারবে না। যারা পয়সা পাচ্ছে, তাদের ছবি গিয়ে দেখে এস। তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি। এক শিল্পী চায়ের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছে। চায়ের বাগান দেখতে খুব সুন্দর, কি রকম গাঢ় সবুজ রং, মাইলের পর মাইল। কিন্তু যে চিত্রকর চালাক, সে জানে যে খালি গাছ দেখে লোকের মন উঠবে না। তাই সে মাঝখানে দিয়ে দিলে একটি আসল জিনিস অর্থাৎ একটি কুলি রমণী। সে আবার যেমন তেমন কুলি নয়, রীতিমত যুবতী সুন্দরী কুলি, যা কখনও হয় নি বা হবে না, অর্থাৎ এমন একটি জিনিস তোমার চোখের সামনে সে ধরলে, যা আগে থাকতেই গোপনে তোমার মনের মধ্যে উঁকিঝুকি মারছিল। এই চিত্রকর তোমার মনের কথাটিকে ধ'রে ফেলেছে। তুমি স্বীকার কর আর নাই কর, চায়ের পেয়ালাটি সামনে দেখলেই তোমার ইচ্ছে হয় যে, কেউ আড়াল থেকে বলুক—ওগো শুনছ? তুমি বুঝি চা খাবে? আমি কিন্তু সঙ্গে আছি। মোটর-গাড়ির বিজ্ঞাপনে দেখবে গাড়ির পাশেই একটি উর্ব্বশী দাড়িয়ে যেন বলছে—ওগো শুনছ? তুমি আজ গাড়ি চ'ড়ে থিয়েটার দেখতে যাবে বুঝি? আমি কিন্তু সঙ্গে আছি। এদিকে সঙ্গে থাকার দায় সামলাতে প্রাণ যাই-যাই করছে। তার প্রমাণ চাও? এই দেখ। (সাইন-বোর্ড দেখাইল এবং পড়িয়া শুনাইল) দেখলে? তবু প্রাণ যায় যায় ক'রেও আমরা জোঁকের মতন লেগে থাকি। খোঁচা মারলেও

ছাড়ি না। তারও একটা প্রমাণ দিচ্ছি। আমাদের হোটেলের ম্যানেজার পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়। অনেকদিন আগে তার স্ত্রী কোন একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে।

চিত্রকর। কি সর্ব্বনাশ!

নবীন। এতে সর্ব্বনাশের কি দেখলে? তার স্ত্রী বেরিয়ে না গিয়ে যদি থেকে যেত, তবেই না আজ সর্ব্বনাশ হ'ত। ভেবে দেখ তো, অন্তত আট-দশটি ছেলেমেয়ে থাকলে ভদ্রলোকের কি উপায় হ'ত? আমি তাকে বলি—আপনি বেঁচেছেন মশাই, বেঁচেছেন। কিন্তু তা কি সে শোনে? মাইনের টাকা দিয়ে সে একটা ডিটেক্‌টিভ রেখেছে তার বউকে খুঁজে বার করতে। যখন খুঁজে পাবে, তখন কি বলবে, তা তো আমি জানি। সঙ্গে রাখার এমনই মোহ যে, সে এই আশায় বুক বেঁধে ব'সে আছে যে, একদিন সে তার স্ত্রীকে কেঁদেকেটে শুনিয়ে দেবে—তাকে সঙ্গে না পেয়ে কি দুঃখেই তার দিনগুলি কেটেছে। তাজ্জব ব্যাপার এই সংসার। ওই রে, খদ্দের আসছে। চাই কবিতা, চার চার আনায় এক-একটি কবিতা।

পারুল ও যূথিকার প্রবেশ।

যূথিকা। কলকাতার কাণ্ডই আলাদা দিদি, দেখছ, এখানে কবিতাও ফেরি ক'রে বিক্রি হয়।

পারুল। দেখা যাক না, কি রকম কবিতা। আমি একটা কিনব।

যূথিকা। আমিও একটা কিনব।

পারুল। (নবীনকে) কবিতাগুলো কি আপনার নিজের লেখা?

নবীন। (তোতলাইয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের রচনা এবং আমার নিজের হাতের লেখা।

যূথিকা। নিশ্চয়ই খুব ভাল কবিতা।

নবীন। (তোতলাইয়া) ভাল বইকি। মানে—বেশি ভাল নয়, মানে মোটেই ভাল নয়—মানে বেশ ভাল আধুনিক কবিতা।

পারুল। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমাকে একটা দিন। এই নিন পয়সা।

নবীন পারুলকে একখানা খাম দিল।

যূথিকা। আমাকেও একখানা দিন। বেশ ভাল দেখে একখানা দিন।

নবীন। (তোতলাইয়া) দেখবার উপায় নেই। খামের মুখ বন্ধ রয়েছে। আচ্ছা, আপনি এইটা নিন। (ফিরাইয়া লইয়া) আচ্ছা, ওটা নাই নিলেন, এইটা নিন। (পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া) আচ্ছা, ওটা নাই নিলেন, এইটা নিন।

যূথিকা। (হাসিয়া) যেটা বেশি ভাল সেটাই দিন না।

নবীন। (তোতলাইয়া) বেশি ভাল—মানে সবগুলিই এক রকম। আচ্ছা, আপনি সবগুলিই নিয়ে যান।

যূথিকাকে সবগুলি দিল।

যূথিকা। ওরে বাবা রে! অত পয়সা আমার নেই।

একখানা রাখিয়া বাকিগুলি ফিরাইয়া দিল।

নবীন। পয়সা নাই বা দিলেন।

যূথিকা। দেখুন না, কত খদ্দের রয়েছে। অনেক টাকা পাবেন।

এই সময়ে রাস্তার সকল লোক নবীন, পারুল এবং যূথিকাকে দেখিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

সকলে। মশাই, আমাকে একখানা দিন, এই নিন চার আনা। আমাকে একখানা দিন, খুব ভাল কবিতা লেখেন উনি। কবিতা নয় মশায়, এ একেবারে খাঁটি মধু, দিন, আমাকে চারখানা দিন।

বিজয়ের প্রবেশ, তাহার হাতে এক শিশি ঔষধ, গলায় ডাক্তারী নল। অসুস্থ ভিখারীটার কাছে বসিয়া

বিজয়। এই নাও তোমার ওষুধ। এটা দিনে তিনবার খাবে। দেখি, তোমার বুকটা একবার দেখি।

নল দিয়া রোগীর বুক পরীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে লোকের ভিড়ে ব্যস্ত হইয়া পারুল এবং যূথিকা বিজয়ের কাছে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড়ও সেদিকে আসিল।

নবীন। (ভিড় চলিয়া যাইতে দেখিয়া) আঃ, লোকগুলো যে চ'লে গেল। শুনছেন, শুনছেন? এই যে ভাই ডাক্তার, তুমিও আমার সঙ্গে কম্‌পিটিশন শুরু করলে?

বিজয়। (মুখ তুলিয়া পারুলকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) এই যে, আপনি! নমস্কার।

পারুল। নমস্কার। আপনি কি করছেন?

বিজয়। এই ভিখিরীটার অসুখ করেছে। কেউ নেই দেখবার, তাই— এ কি! এত ভিড় কিসের? (ভিড়ের প্রতি) আপনাদের কি চাই বলুন তো?

উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ভিড়ের প্রস্থান।

নবীন। এতগুলো খদ্দের ভাগিয়ে দিলে তুমি? যাই ওদের পিছু পিছু। চাই কবিতা। চার চার আনায় ভাল ভাল কবিতা।

প্রস্থান।

পারুল। আপনার রোগীকে হাসপাতালে পাঠান না কেন ?

বিজয়। (ঈষৎ হাসিয়া) হাসপাতাল। বড় লোক ছাড়া সেখানে ঢোকবার উপায় নেই। চলুন, আপনারা হোটেলে যাবেন তো ?

পারুল। চলুন।

পারুল কথা বলিতে বলিতে বিজয়ের সঙ্গে চলিতে লাগিল।
যূথিকাকে সে ভুলিয়াই গেল।

যূথিকা। (কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া) বেশ ! ছোট বোনটিকেও ভুলে গেল ! যাই ওদের পিছু পিছু, নইলে আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলব।

বিজয়, পারুল এবং যূথিকার প্রস্থান। রাস্তায় আর লোকজন নাই। ভিখারী চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পানওয়ালা পান বানাইতে বানাইতে গান ধরিল —"আও পিয়ারি, যাও পিয়ারি, সখিয়া নাহি আও ; লালালা, লালালা, লা লালালা" ইত্যাদি। চিত্রকর দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এক হাতে ছবি ; দাঁত দিয়া সে অন্য হাতের নখ কাটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হতাশ হইয়া বলিল, "দূর ছাই !" পরে আস্তে আস্তে ভিখারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রকর। এই, ছবি নিবি ?

ভিখারী। তা দিন না একখানা। দেখে দেখে সময় কাটাতে পারব।

ছবি লইয়া একবার দেখিয়াই ফিরাইয়া দিয়া

দূর ছাই ! এই ছবি নিয়ে আমি কি করব ?

চিত্রকর। (চটিয়া) কেন, এমন ভাল ছবিটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

ভিখারী। (অবহেলার সহিত হাত নাড়িয়া) যাঃ, ওটাতে আসল জিনিসই নেই।

পানওয়ালা যেন চিত্রকরকে লক্ষ্য করিয়াই আরও একটু জোরে জোরে গাহিতে লাগিল—আও পিয়ারি ইত্যাদি। ভিখারীটাও চিত্রকরকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল। চিত্রকর ক্রোধে অধার হইয়া হাতের ছবিগুলিকে মাটিতে ছুঁড়িয়া সেগুলিকে পা দিয়া মাড়াইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"আসল জিনিস, আসল জিনিস !"

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—হোটেলের আফিস-ঘর।

পরেশ একটা চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া দেওয়ালের অৰ্দ্ধনগ্ন নারীর ছবিগুলি নামাইয়া অন্য ছবি ঝুলাইতেছে। সব ছবিগুলিই নামানো হইয়াছে। খালি একখানা বাকি আছে। ঝড়ু একখানা ছবি হাতে লইয়া কাছে দাঁড়াইয়া আছে, এক হাতে চেয়ার ধরিয়া আছে, অন্য হাতে ছবি।

পরেশ। দেখিস, সাবধান। শক্ত ক'রে ধরিস। প'ড়ে গেলে তোকে আজ আস্ত রাখব না।

ঝড়ু। আপনি আস্ত থাকলে তবে না আমাকে ভাঙবেন।

পরেশ। অ্যাঁ, ইয়ার্কি করা হচ্ছে? ভাবছিস, বাবু খুব ঠাণ্ডা লোক। কিন্তু একবার গরম হ'লে দেখবি মজা।

ঝড়ু। চেয়ারটা যে নড়ছে বাবু। একটু ঠাণ্ডা হোন। প'ড়ে-ট'ড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে।

পরেশ। বেশ করবে। আমার পা ভাঙবে, তাতে তোর কি? আবার ভয় দেখাচ্ছেন—পা ভাঙবে। (ধমক দিয়া) দে ছবিটা।

ঝড়ু। এই যে হুজুর।

পরেশ। (আবার ধমক দিয়া) ধর এটা।

ঝড়ু। আচ্ছা হুজুর।

পরেশ। (ছবি টাঙাইয়া) এদিকে আয়।

ঝড়ু। এই যে হুজুর।

পরেশ। (ঝড়ুর কাঁধে ভর করিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া) বাব্বা!

ঝড়ু। হ্যাঁ হুজুর।

পরেশ। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) অত 'হুজুর হুজুর' করছিস কেন?

ঝড়ু। না হুজুর।

পরেশ। (ভ্যাঙচাইয়া) না হুজুর! (যে ছবিগুলি নামানো হইয়াছে, সেইগুলিকে দেখাইয়া) এই ছবিগুলি নেওয়ার মতলব হয়েছে বুঝি?

ঝড়ু। না হুজুর।

পরেশ। তবে ওগুলোর দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকানো হচ্ছে কেন?

ঝড়ু। না হুজুর।

পরেশ। ফের মিছে কথা! ব্যাটার তিন কাল গিয়ে এক কাল বাকি আছে, তবু বদ-খেয়ালটি যায় নি।

ঝড়ু। না হুজুর।

পরেশ। তবে এই ছবিগুলো এতদিন রাখলি কেন? জানিস না, এখানে ছোট ছোট মেয়েরা আসতে পারে? তারা দেখলে কি মনে করবে?

ঝড়ু। হুজুর, আমি তো ওগুলো টাঙাই নি।

পরেশ। তবে কে টাঙিয়েছে?

ঝড়ু। আপনিই তো ওগুলো কিনে এনেছিলেন।

পরেশ। ফের মিছে কথা! আমি ওই সব বদ ছবিগুলো কিনেছিলাম? মিথ্যেবাদী কোথাকার!

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। ফের হুজুর! বদমায়েস কোথাকার! যা বেরিয়ে যা, এগুলো নিয়ে যা।

ঝড়ু ছবিগুলি লইয়া যাইতে উদ্যত।

শোন, ওগুলো হোটেলেই রাখবি না, রাস্তায় ফেলে দিবি, বুঝেছিস?

ঝড়ুকে আবার ডাকিয়া

ঝড়ু শোন, ওগুলো ফেলে দিস না, রাস্তায় গিয়ে বিক্রি ক'রে দিবি। পয়সাটা হোটেলের খাতায় জমা করবি।

ঝড়ু। আচ্ছা হুজুর।

ছবি লইয়া ঝড়ুর প্রস্থান। ঠিক এমন সময় পরাশরের প্রবেশ। পরাশর ঝড়ুর হাতে ছবিগুলি দেখিয়া দেওয়ালে তাকাইয়া নূতন ছবিগুলিকে দেখিল এবং হাসিয়া ফেলিল। পরেশ একটু লজ্জিত হইয়া অন্য দিকে চোখ ফিরাইল।

পরাশর। (জানালার কাছে গিয়া) ভারী মেঘ করেছে। শীতকালে বৃষ্টি হওয়া কি ভাল?

পরেশ। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

পরাশর। আর কাকে জিজ্ঞেস করব? ঘরে তো খালি তুমি আর আমি—আর—এই ছবিগুলো।

পরেশ আরও সঙ্কুচিত হইল।

বেশ করেছ এটা। আমিও তাই করতাম। জান, আমার যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন আমি আমার আশেপাশের লোকগুলোর মনের সঙ্গে আমার নিজের মন মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি? তুমি খুব সরল লোক ব'লে তোমার মনের মধ্যে প্রবেশ করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। আমি প্রায়ই চেষ্টা করি তোমার মনের মধ্যে ঢুকতে। এই ধর সেদিনের কথা। চল্লিশ নম্বরে যে মেয়েটি এসেছে, তাকে দেখেই তোমার মনে হ'ল—বাঃ, বেশ মেয়েটি তো! কি মিষ্টি কথা, কেমন মিষ্টি হাসি, এইটি তো আমার মেয়েও হতে পারত!

পরেশ। কি যে বলেন মাস্টার মশাই! আমার মেয়ে! সে আজ কোথায় তা কে জানে? হয়তো কত দুঃখে সে বেঁচে আছে। লোকের দুয়ারে দুয়ারে কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করছে। হয়তো ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে, হয়তো রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে অথবা ম'রেই গিয়েছে।

পরাশর। দুঃখ ক'রো না ভাই। হয়তো তুমি যা ভাবছ, তার একটিও হয় নি। তুমি নিজেই অনেক সময় ভাব, সে হয়তো খুব সুখেই আছে—ধর, এই চল্লিশ নম্বর মেয়েটির মতন।

পরেশ। মেয়েটি কিন্তু ভারী চমৎকার। কি মিষ্টি স্বভাব, কি সুন্দর চোখ—ঠিক—ঠিক—

পরাশর। ঠিক যেন তোমারই মেয়েটি, কেমন? কিন্তু যদি এই মেয়েটি তোমার মনের মতন না হ'ত, যদি সে উচ্ছৃঙ্খল হ'ত, কুৎসিত হ'ত, তা হ'লে?

পরেশ। তা হ'লে কি?

পরাশর। তা হ'লে তুমি তাকে অস্বীকার করতে। নিজের মেয়ে জেনেও স্বীকার করতে চাইতে না। তুমি তোমার মনের সব সৌন্দর্য্য দিয়ে তাকে কল্পনা করেছ, তাই সে সুন্দর। সে কল্পনাতেই থেকে যাক ভাই। কেন তাকে বাস্তবের মধ্যে টেনে আনবে?

পরেশ। কিন্তু আমার মেয়ে যদি সত্যি এই মেয়েটির মতন হয়, তা হ'লে তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারব।

পরাশর। ভালবাসবে! তোমার ভালবাসায় তার কি লাভ হবে? মনে কর, এইটি তোমারই মেয়ে। তা হ'লে এই মেয়েটির মা তোমার স্ত্রী এবং এই মহেন্দ্রবাবু তোমার স্ত্রীর প্রেমিক—

পরেশ। স্ত্রীর প্রেমিক! উঃ, আমাকে চটাবেন না বলছি।

পরাশর। সত্যি কথা শুনে তুমি যদি চটো তো আমি কি করব?

পরেশ। চটব না? আপনি বলছেন, যে বদমাসটা আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই হতচ্ছাড়া লম্পটটা আমারই হোটেলে উঠেছে? দেখি সে কোথায় আছে, আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন।

যাইতে উদ্যত।

পরাশর। পাগলামো ক'রো না ম্যানেজার।

পরেশ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) পাগলামো?

পরাশর। আমি কি বলেছি যে, এই লোকই সেই?

পরেশ। তাই তো। উঃ, কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, এই লোকই সেই। আমি ওকে জিজ্ঞেস করব। ওর ঘরে গিয়ে আ-আ-আমি ওর স্ত্রীকে দেখে আসব।

পরাশর। (ম্যানেজারের হাত ধরিয়া) অস্থির হ'য়ো না ম্যানেজার। ভেবে দেখ, মহেন্দ্রবাবু সেই লোক নাও হতে পারে। যদি নাই হয়, তা হ'লে কি রকম একটা কেলেঙ্কারি হবে বল তো? তার স্ত্রী অসুস্থ। তার ঘরে ঢুকে তাকে তুমি অপমান করবে? আর যদি মহেন্দ্রবাবুই সেই লোক হয়; তা হ'লেও স্থির হয়ে ভেবে দেখা উচিত, কি করবে!

পরেশ। স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব মাস্টার মশাই, অসম্ভব। আমি আজ এক যুগ ধ'রে ওদের আশায় ব'সে আছি। আমি সব ভেবে রেখেছি মাস্টার, সব ভেবে রেখেছি। সেই শূয়ারটাকে আমার হাতের কাছে পেলে তার টুঁটি টিপে তাকে মেরে ফেলব।

পরাশর। (ঈষৎ হাসিয়া) একটু দয়াও তুমি করবে না?

পরেশ। দয়া করব! কাকে দয়া করব? যে শয়তান আমার সংসার

ছারখার করেছে, তাকে দয়া করব আমি? কেন দয়া করব তাকে, যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমার মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে, দশজনের কাছে আমার মুখ দেখাবার পথটি পর্য্যন্ত রাখে নি? আমার ম'রে যাওয়া ভাল ছিল মাস্টার, কিন্তু আমি মরি নি, শুধু এই আশায় বুক বেঁধে আছি যে, একদিন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের পাব এবং যখন পাব, তখন এমনই ক'রে ওদের দুজনকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলব।

পরাশর। কিন্তু আমি বলছি, তুমি তা পারবে না।

পরেশ। পারব না! আজ এক যুগ ধ'রে আমার প্রাণে একটু একটু ক'রে যে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বলছে, আপনি বলছেন, তা নিবে যাবে? আপনি বলছেন, আমার সেই প্রতিহিংসার আগুনে আমার শত্রুকে আমি জ্বালাব না? জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তার দেহ-মন দগ্ধ-বিদগ্ধ করব না?

পরাশর। (ঈষৎ হাসিয়া) না, তুমি করবে না।

পরেশ। বাঃ রে পণ্ডিত! তোমার মূর্খতার সীমা নেই।

পরাশর। (চটিয়া) মূর্খ আমি নই, মূর্খ তুমি। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) তুমি এইমাত্র বললে যে, এক যুগ ধ'রে তোমার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। কিন্তু মূর্খ! ভেবে দেখেছ কি যে, এই এক যুগ ধ'রে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তুমি কি একটি সুন্দর প্রতিমা তোমার হৃদয়ে গ'ড়ে তুলেছ; দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতায় পরিপূর্ণ করুণাময়ীর কি এক অপূর্ব্ব চিত্র তুমি হৃদয়ে ধরেছ? সংসারের কোলাহলের অন্তরালে তোমার সেই স্নেহের পুতুলের হাতে তুমি বার বার তোমার হৃদয়কে দান কর নি? মূর্খ! কল্পনার ছায়াতলে তাকে

স্পর্শ করবার আশায় তোমার হৃদয় নেচে ওঠে নি? বল মূর্খ, যাকে কল্পনার শেষ প্রান্ত অবধি মন্থন ক'রে সৃষ্টি করেছ, সীতা, সাবিত্রী, যার তুলনা নয়, তাকে তুমি তোমার প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে মারতে পারবে?

পরেশ। না না, তাকে কেন?

পরাশর। কেন নয়? তোমার প্রতিহিংসার আগুনে তোমার মেয়ে নিরাশ্রয় হবে, তাকে পথে দাঁড়াতে হবে।

পরেশ। কেন? আমি তার পিতা, আমি তাকে আশ্রয় দোব।

পরাশর। তার পরিচয়?

পরেশ। তার পরিচয়—আমি—তার পিতা।

পরাশর। মাতৃ-পরিচয়?

পরেশ। উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি! ভগবান, ভগবান, আমি তার পিতা, পিতার পরিচয় কি যথেষ্ট নয়? আমি তাকে আশ্রয় দোব, সমস্ত বিপদ থেকে আমি তাকে রক্ষা করব—উঃ, কি নিষ্ঠুর! তাকে ছাড়া আমার হৃদয় যে শ্মশান হয়ে যাবে।

নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে জনৈক বৈরাগীর প্রবেশ।
পরেশ টেবিলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বৈরাগী

—গান—

বুঝলি না রে,
তুই বুঝলি না,
বুঝলি না রে মন।

মিছে তোর ভালবাসা,
মিছে তোর কান্না-হাসা।
বৈরাগী তুই মায়ার জালে
রইলি ধরা আজীবন।

বৈরাগী। (পরেশকে লক্ষ্য করিয়া পরাশরকে) কি হয়েছে বাবা? ম্যানেজারবাবু কি কোন শোক পেয়েছেন?

পরাশর। শুধু শোক নয় ঠাকুর, শ্মশান। মনে হয় হৃদয়টা খালি হয়ে গিয়েছে। চতুর্দ্দিকে শুধু সীমাহীন মরুভূমি।

বৈরাগী। ভেবে কি হবে বাবা? এই সংসারে যিনি একমাত্র আশ্রয়, তাঁকে স্মরণ কর—

কেন তুই ভাবিস এত?
জানিস না কি অবিরত
পিতার পিতা মহেশ্বর
শ্মশান-প্রেমে অচেতন?
হৃদয়ে তোর আগুন জ্বলুক,
যাক পুড়ে যাক সকল সুখ।
বিলিয়ে দে তুই, বিলিয়ে দে সব
ধরিস হৃদে শ্রীচরণ।

জয় শ্রীহরি, শ্রীমধুসূদন। কিছু ভিক্ষা দাও বাবা।

পরাশর। (কিছু পয়সা দিয়া) এই নাও ঠাকুর। তোমার গান শুনে আমার মত নাস্তিকেরও মন ট'লে যায়।

বৈরাগী। নিজের মনকে কেন ফাঁকি দিচ্ছ বাবা, তুমি তো নাস্তিক নও।

পরাশর। (আবেগের সহিত) আলবাত নাস্তিক। এ রকম অনিয়মের

সংসার কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ সৃষ্টি করেছেন—এ কথা আমার বিশ্বাসই হয় না।

বৈরাগী। (হাসিয়া) আজ যাই বাবা, আর একদিন কথা হবে। (পরেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) জয় শ্রীহরি, কলুষনিবারণ শ্রীমধুসূদন, শান্তি দাও, শান্তি দাও, শান্তি দাও।

প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে মহেন্দ্রের প্রবেশ। পরেশ টেবিলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। একবার মাথাও তুলিল না।

মহেন্দ্র। দেখুন তো কি ভীষণ মেঘ করেছে, কিন্তু মেয়ে দুটো এখনও এসে পৌঁছাল না। এ কি? (পরেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) কি হয়েছে?

পরাশর। সংসারী লোক হ'লেই তার দুঃখ-কষ্ট আছে। কোনও পারিবারিক কারণে ম্যানেজার আজ ভেঙে পড়েছে। এই বিষয়ে আমি বেশ আছি। পরিবারও নেই, তাই দুশ্চিন্তাও হয় না। ভাবনার বালাই নেই। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই, সংসার নেই, তাই শোকও নেই, দুঃখও নেই। এই যে—

হাসিতে হাসিতে বিজয় এবং পারুলের প্রবেশ।

পারুল। বাব্বা! পুরুষমানুষের সঙ্গে কখনও মেয়েছেলে ছুটতে পারে? কি হাঁপিয়েই পড়েছি!

মহেন্দ্র। যূথি কোথায়?

পারুল। তাই তো!

এদিক ওদিক চাহিয়া বিজয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

বিজয়। (লজ্জিত হইয়া) সঙ্গেই তো ছিল। আমরা একটু—জোরে হেঁটে আসছিলাম—আচ্ছা, আমি এক্ষুনি দেখছি।

প্রস্থান।

পরাশর মৃদু হাসিতে লাগিল। মহেন্দ্র একবার পরাশরের দিকে এবং একবার পারুলের দিকে তাকাইয়া চিন্তাক্লিষ্টভাবে প্রস্থান করিল।

পারুল। (পরেশের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কি হয়েছে ?

পরাশর। কি আর হবে মা, সংসার !

পারুল পরেশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অদৃষ্ট যেন তাহাকে বলিতেছে—ধর, এ যে তোমারই আশায় বাঁচিয়া রহিয়াছে। পরাশর উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পারুল তাহার হাত দুইখানি বাড়াইয়া পরেশকে ধরিতে গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া হাত দুইখানি সরাইয়া লইল এবং আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। পরাশর বিষণ্ণ হইল। ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হইয়া গেল। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্র-সঙ্গীত। কিছুক্ষণ পরে যখন আলো হইল, তখন দেখা গেল, পরেশ ঘরে নাই, কিন্তু পরাশর যেখানে ছিল, সেখানেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বিজয়ের প্রবেশ।

পরাশর। এই যে সাগ্‌রেদ। তা হ'লে সত্যি সত্যি আমি তোমার মাস্টার মশাই হলাম। ভাল, গুরুদেবের দেখাদেখি আজীবন

ব্রহ্মচারী থাকবার ইচ্ছে করেছ, গুরুভক্তির এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে ?

বিজয়। আজ্ঞে, ঠিক তা নয়—

পরাশর। বুঝেছি বুঝেছি। তোমার এবং আমার উদ্দেশ্য একটু বিভিন্ন। আমি যখন অবিবাহিত র'য়ে গেলাম, তখন কিছু না ভেবেই র'য়ে গেলাম। বিয়ে করার কথাটাই আমার মনে আসে নি। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি পাঁচজনকে দেখে বুঝতে পেরেছ যে, বিয়ে করাটা একটা মস্ত হাঙ্গাম। এই যে সেদিন বলতে এসেছিলে, কিন্তু আকস্মিক বিভ্রাটে আর বলা হ'ল না। এখন নিরিবিলিতে একটু গুছিয়ে বল তো হাঙ্গামটা কি ?

বিজয়। না, হাঙ্গাম এমন আর কি ? আমি বলছিলাম কি—এই ধরুন ইয়ে—কি বলে, কত রকম বিপদ—ধরুন—তা, এমন কি আর বিপদ—এই ইয়ে—মানে—

পরাশর। ওঃ, বুঝেছি। এই ইয়ে—অর্থাৎ মতটা তোমার বদলে গিয়েছে।

বিজয়। ঠিক তা নয় মাস্টার মশাই। আমি বলছিলাম কি, বিপদ তো সব কাজেই আছে, বিপদের সঙ্গে লড়াই ক'রেই তো জীবন। এই ধরুন, আমি ডাক্তারি করি। দিনরাত কত রকম রোগী ঘাঁটছি, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, প্লেগ, ডিপ্‌থিরিয়া এই রকম কত ভীষণ ভীষণ রোগের বীজাণু নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু ভয় পেয়ে ডাক্তারি ছেড়েছি কি ? আমার মনে হয়, বিপদের আশঙ্কা ক'রে যে ভয় পায়, সে কাপুরুষ।

পরাশর। সাবাস বৎস, সাবাস ! স্ত্রীজাতিকে কলেরার বীজাণুর মত ভীষণ বস্তু জেনেও তুমি ভয় পাচ্ছ না। সাবাস সাবাস !

বিজয়। আপনি ঠাট্টা করছেন! তা ছাড়া এটাও ও ভাবতে হবে যে, পারুল সে রকম মেয়ে নয়।

পরাশর। পারুল! সে আবার কে? ওঃ, চল্লিশ নম্বর বুঝি? তুমি তো ছোকরা বেশ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পার! এই তো দুদিন তোমাদের পরিচয় হ'ল! আমি পঞ্চাশ বছরে যা পারলাম না, তুমি দুদিনেই তা করলে!

বিজয়। (হাসিয়া) আপনাকে বলতেই আজ এসেছিলাম। কিন্তু আপনি জোর ক'রে কথাটাকে বের ক'রে নিলেন। (আগ্রহ সহকারে) আপনি জানেন, আমি আপনাকে কি রকম শ্রদ্ধা করি এবং—এবং ভালবাসি। আপনাকেই সব ঠিক করতে হবে।

পরাশর। (বিজয়ের কাঁধে হাত দিয়া) এই মেয়েটিকে আমারও খুব ভাল লাগে। কিন্তু ওদের পরিচয়?

বিজয়। যে পরিচয় পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি পরিচয়ের কি প্রয়োজন?

পরাশর। ভাল রে ভাল। কে সে, কোথায় তার ঘর, কিছুই জানলে না, কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে গেল! আচ্ছা, তুমি না হয় কিছু খবরই চাইলে না, কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন?

বিজয়। তিন কুলে আমার তো কেউ নেই মাস্টার মশাই। আমি একেবারেই একা।

পরাশর। এ যে দেখছি নাটকের মতন হ'ল। আচ্ছা, মেয়েটির বাবার মত আছে?

বিজয়। সেইটিই তো আপনাকে করতে হবে।

পরাশর। মেয়েটির মত আছে?

বিজয়। (লজ্জিত হইয়া) হ্যাঁ, ওরও মত আছে।

পরাশর। চমৎকার! একবার চোখের দেখাতেই যে দুজন দুজনকে

চিনে ফেললে! ছুদিনের পরিচয়, এরই মধ্যে দুজনে একসঙ্গে জীবনের সমস্ত বিপদকে বরণ ক'রে নিলে! এর পরে হয় তো বলবে, এই বিয়ে না হ'লে তুমি আত্মহত্যা করবে?

বিজয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই হতে পারে।

পরাশর। বটে! তোমরা বিবাহরূপ বিপদ-সমুদ্রে নৌকা চালাবে, আর তার কর্ণধার হব আমি, যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই! আমার মতে তোমার এমন কোনও লোকের কাছে যাওয়া উচিত, যে অন্তত চার-পাঁচটা বিয়ে ক'রে ওই ব্যাপারটার মানে ঠিক বুঝে নিয়েছে।

বিজয়। বিয়ে আমরা করবই। কারুর কথাতেই আমাদের মত বদলাবে না।

পরাশর। ওঃ, এ যে ধনুকভাঙা পণ! মহেন্দ্রবাবুর কঠিন হৃদয়রূপ ধনুকখানি ভাঙতে হবে আমাকে, আর বিয়ে করবে তুমি?

বিজয়। (পরাশরের হাত ধরিয়া) মাস্টার মশাই, সত্যি, এটা ঠাট্টা নয়। আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?

পরাশর। (হাসিয়া) আচ্ছা, তুমি যখন বলছ এটা ঠাট্টা নয়, তখন চেষ্টা একবার করতেই হয়।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে মহেন্দ্রের প্রবেশ।

বিজয়। আচ্ছা, তা হ'লে এই কথাই রইল, আমি এখন আসি।

প্রস্থান।

পরাশর। মহেন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মহেন্দ্র। কি বলুন তো?

পরাশর। আপনার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) বিবাহ! তা, আমার সঙ্গে কেন?

পরাশর। একটু প্রয়োজন আছে। আমার কথাটা ভাল ক'রে শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন। আজকাল একটু বেশি বয়সে বিবাহ করাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহ ব্যাপারটাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে চোখে দেখতেন, এখন আর সে চোখে দেখা হয় না। সামাজিক বন্ধন যতই শিথিল হচ্ছে, বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার ধারাও ততই বদলে যাচ্ছে। আগে আমরা সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই বিবাহ করতাম, কিন্তু এখন আর তা বলতে পারা যায় না। এখন আমরা ব্যক্তিগত কারণেই বিবাহ ক'রে থাকি, কি বলেন আপনি?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন—

পরাশর। আমি ঠিকই বলছি। এটা ভাল, কি মন্দ, তা নিয়ে তর্ক করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, যখন ব্যক্তিগত কারণে বা উদ্দেশ্যেই বিবাহ হচ্ছে, তখন যে দুটি প্রাণী বিবাহ করবে, তাদের উভয়ের মত অনুসারেই বিবাহ হওয়া উচিত, কি বলেন?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন—

পরাশর। বাস্, তা হ'লে আর আপত্তি করবেন না। এই যে ডাক্তার ছেলেটিকে দেখলেন, এর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলুন।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) আমার মেয়ে? যূথি?

পরাশর। না না, পারুল, আপনার বড় মেয়ে।

মহেন্দ্র। ওঃ, পারুল। হ্যাঁ, সেও আমার মেয়ে—আ-আ-আমার বড় মেয়ে। আচ্ছা, আমি যাই—চপলাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

পরাশর। (চমকাইয়া) চপলা! চপলা কে?

মহেন্দ্র। (অপ্রস্তুত হইয়া) কেউ নয়, কেউ নয়—আমার স্ত্রী—মানে —পারুলের মা—আচ্ছা, আমি যাই।

প্রস্থান।

পরাশর। চপলা!

ম্যানেজারের টেবিলের টানা খুলিয়া ফোটোগ্রাফখানি পরাশর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

কি সর্ব্বনাশ! এও কি সম্ভব?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হোটেলের বসিবার ঘর। বিশেষত্ব কিছুই নাই। কতকগুলি সোফা এবং আরাম কেদারা সাজানো আছে।

পরাশর এবং বিজয় কথা বলিতেছে।

পরাশর। (হাসিয়া) তা হ'লে এই বিয়ে না হ'লে তুমি প্রাণ আর রাখবে না, কেমন?

বিজয়। কি যে বলেন মাস্টার মশাই!

পরাশর। খারাপ দিকটাও ভেবে দেখতে দোষ কি? এমন অনেক কিছু ঘটতে পারে, যাতে বিয়ে হওয়া অসম্ভব হতে পারে।

বিজয়। এমন কিছু ঘটনার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

পরাশর। কল্পনার অতীতও অনেক ঘটনা সংসারে সত্যি সত্যি ঘ'টে থাকে। মনে কর—মনে কর, তুমি যাকে পারুল ব'লে জান, সে পারুলই নয়, আর কেউ।

বিজয়। বুঝতে পারলাম না মাস্টার মশাই। আমি যাকে পারুল ব'লে জানি, তার নাম যাই হোক, মানুষটি তো বদলাবে না।

পরাশর। শোন বিজয়, তোমাকে আমি স্নেহ করি। সেইজন্যেই তোমাকে আজ কয়েকটা কথা শুনতে হবে। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, এবং সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও আছে যে, এই মহেন্দ্রবাবু পারুলের পিতা নয়।

বিজয়। এতে ভয় পাবার কি আছে? পারুল যদি মহেন্দ্রবাবুর পালিতা কন্যাই হয়, তাতে আমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

পরাশর। কিন্তু যদি পারুলের মা অর্থাৎ যাকে আমরা মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ব'লে জানি, সে যদি মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী না হয় ?

বিজয়। (চমকাইয়া) আপনি কি বলছেন মাস্টার মশাই ?

পরাশর। (হাসিয়া) বলেছিলাম, কল্পনার অতীত অনেক ঘটনাও ঘটে। আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি যখন কার্য্যকরী হয়, তখন আমরা এই সকল অসাধারণ ঘটনাগুলিকে কল্পনার বাইরে রেখে দিই। কিন্তু যখন অসম্ভবও সম্ভব হয়, তখন আমাদের নিষ্ঠা শিথিল হয়ে পড়ে। তখন তোমার মত পণ্ডিতও চঞ্চল হয়ে পড়ে।

বিজয়। আমাকে মাপ করুন মাস্টার মশাই। এই রকম সংবাদের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি দেখবেন, আমার সংকল্প অটুট। দয়া ক'রে একটু খুলে বলুন। আপনার কি মনে হয়, পারুল জেনেশুনেও আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে ?

পরাশর। কক্ষনও নয়। স্থির হয়ে শোন। আমার মনে হয়, পারুল জানেই না যে, মহেন্দ্র তার পিতা নয়। সব কথা খুলে বলার আগে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, মহেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলকও হতে পারে। সন্দেহটা হয়েছে খালি আমারই মনে, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। এই নাটকের যে নায়ক অর্থাৎ আমাদের ম্যানেজার সেও জানে না।

বিজয়। ম্যানেজারবাবু!

পরাশর। (একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে) হ্যাঁ, আমাদের হোটেলের ম্যানেজার পরেশ। পারুল তার সেই হারানো মেয়ে, পারুলের মা তার স্ত্রী, মহেন্দ্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী। মহেন্দ্র পরেশকে চেনে না, পরেশও মহেন্দ্রকে চেনে না, তাই তোমরা কিছু শোন

নি। পারুলের মা অসুস্থ; তাই বাইরে আসে নি এখনও, কিন্তু যেদিন পরেশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে সেদিন প্রলয়-কাণ্ড হবে, তাতে পারুল ভাসবে, যূথিকা ভাসবে, এবং তুমিও ভাসবে, যদি তোমার মত না বদলায়।

বিজয়। আমি যাচ্ছি, আর দেরি করা চলবে না।

পরাশর। দাঁড়াও, কোথায় যাবে?

বিজয়। আমাদের রেজিষ্ট্রি ক'রেই বিয়ে করতে হবে। এক্ষুনি তার ব্যবস্থা করব। আপনাকে কিন্তু সাক্ষী থাকতে হবে।

পরাশর। দাঁড়াও, ও রকম ছেলেমানুষি ক'রো না।

বিজয়। ছেলেমানুষি বলছেন? আপনি বললেন, প্রলয়-কাণ্ড হবে। তাতে পারুল ভেসে যাবে, আর অমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব?

পরাশর। ছটফট যে করতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? তুমি ও রকম ছটফট করলে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। পারুলও সব জানতে পারবে। তাই যদি হয়, তা হ'লে মরণ ছাড়া তোমার আর গতি নেই, কারণ সে তোমাকে বিয়ে করবে না।

বিজয়। বিয়ে করবে না?

পরাশর। না, কলঙ্কের বোঝা স্বামীর কাঁধে চাপিয়ে দেবে, সে রকম মেয়েই সে নয়।

বিজয়। তা হ'লে উপায়?

পরাশর। এখান থেকে পালিয়ে যাও, আত্মরক্ষা কর।

বিজয়। পালিয়ে আমি যেতে পারব না। পারুলকে একলা ফেলে আমি কোথাও যেতে পারি না।

পরাশর। তা হ'লে তুমি পারুলকে বিয়ে করবেই করবে?

বিজয়। হ্যাঁ।

পরাশর। তা হ'লে অগত্যা আমাকেই ব্যবস্থা করতে হয়। এতদিন যে হ্যাঙ্গাম হ্যাঙ্গাম ক'রে চাৎকার করছিলে, তার সমস্তটাই আমার ঘাড়ে চাপালে দেখছি।

বিজয়। আঃ, বাঁচলাম। দেখি, পারুল কোথায়!

পরাশর। শোন শোন, পারুলকে একটি কথাও নয়, মনে থাকে যেন।

বিজয়। না মাস্টার মশাই, আমরা এক্ষুনি আসছি। দুজনে একসঙ্গে আপনার আশীর্ব্বাদ নোব।

পরাশর। শোন বিজয়, আশীর্ব্বাদের কথাই যখন বললে, তখন আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে। তুমি বুঝতে পারছ, আশীর্ব্বাদ করার প্রধান অধিকারী পরেশ। তার এই অধিকার থেকে তুমি তাকে বঞ্চিত ক'রো না। হতভাগ্য সে, জীবনের সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু তাকে বুঝতে দেওয়া হবে না। তুমি—প্রকারান্তরে তার কাছে আশীর্ব্বাদ চাইবে। বিয়ের পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

বিজয়। নিশ্চয়, আমি আসছি।

প্রস্থান।

পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। এই যে মাস্টার মশাই, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

পরাশর। কেন হে? খাবারের খোঁজ করা ছাড়া আর কিছুর খোঁজ যে তুমি কর, তা তো আমার জানা ছিল না।

পরেশ। এও একটা খাবারের কথাই যে, শিগগিরই একটা বড় রকমের ভোজ পাওনা হচ্ছে যে।

পরাশর। কি ব্যাপার বল তো।

পরেশ। আপনি শোনেন নি তা হ'লে? আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে আপনাকে কি বলব! বিজয় কি কাণ্ডটা করেছে, তা শোনেন নি?

পরাশর। কোন রুগী-টুগী মেরে ফেলেছে নাকি?

পরেশ। না না, সেসব কিছু নয়। বিজয় সে রকম ডাক্তারই নয়। আমি ব'লে রাখছি, কালে বিজয় একটা বড় ডাক্তার হবে। কি খাসা ছেলে! ওর হাতে আমার নিজের মেয়েকে দিতে পারলে আমি ধন্য হতাম।

পরাশর। কিন্তু খাবারের কথাটা তো বললে না?

পরেশ। বলতে দিচ্ছেন কই? কথাটা কিন্তু সকলে জানে না। কিন্তু যার চোখ আছে, সেই দেখেছে। আজ খুব বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে, বিজয় আমাদের চল্লিশ নম্বরকে বিয়ে করছে।

বিজয় এবং পারুলের প্রবেশ।

এই যে, বাঁচবে অনেকদিন ডাক্তার। আমার বলতে ইচ্ছে করছে—বেঁচে থাক তোমরা, সুখে থাক, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।

বিজয়। (পরেশের পায়ের ধূলি লইয়া) আশীর্ব্বাদ করুন ম্যানেজার-বাবু, আপনার মত হিতাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই। (পারুলের প্রতি) এঁকে প্রণাম কর পারুল। আমার আপনার বলতে এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। ম্যানেজারবাবু আমার পরম বন্ধু এবং পরম আত্মীয়, তোমারও তাই।

পরেশ। (পারুল তাহাকে প্রণাম করিবার সময়) থাক থাক, আমাকে কেন? আশীর্ব্বাদ করছি মা, চিরসুখী হও, চির-আয়ুষ্মতী হও। অন্নপূর্ণার মত তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হোক। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন

দিও মা, অনাশ্রিতকে আশ্রয় দিও, বেদনাতুর দরিদ্রকে তোমার হৃদয় যেন শান্তি দান করে। ভগবান তোমাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দিয়েছেন, করুণার অলঙ্কারে তুমি তাকে সুন্দরতর কর। আমি অতি দীন, অতিশয় দুঃখী, অনাশ্রিতের কি বেদনা, তা আমি জানি মা। মানুষের ওপর মানুষের অবিচারের নিষ্ঠুরতা হৃদয়ে যে কি আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তা আমি আমার এই হৃদয়ে বুঝতে পেরেছি। হৃদয় আমার শ্মশান হয়ে গিয়েছে, সেখানে শুধু দুঃখের আগুন দাউদাউ ক'রে জলছে। তাকে নেবাবার মত এতটুকু জলও কোথাও দেখতে পাই না। আমার মত দুঃখ যেন কাউকে পেতে না হয়, যদি কেউ পায়, তা হ'লে তুমি তাকে তোমার হৃদয়ে আশ্রয় দিও।

পারুল করুণার্দ্র হইয়া পরেশের হাত ধরিল।

আর কি আশীর্ব্বাদ করব মা, সুখে থাক এবং জগৎকে সুখী কর। জগতের জননী হ'য়ো মা, তোমার হাতে যেন কেউ কখনও এতটুকু ব্যথা না পায়।

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। বাবু, চোদ্দ নম্বরের জর খুব বেড়েছে, ভারী ছটফট করছে।

পরেশ। যা যা, তুই তাকে একলা ফেলে এলি কেন?

ঝড়ুর প্রস্থান।

যাই মা, লোকটার আবার কেউ নেই। আমাকেই দেখতে হবে। আশীর্ব্বাদ করছি মা, সুখে থাক। (যাইতে যাইতে) আশীর্ব্বাদ করছি ডাক্তার, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। যেই রত্ন তুমি আজ

পেলে, কোন দিন যেন তাকে হারাতে না হয়। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। হে ভগবান, এদের দুঃখ দিও না, দুঃখ দিও না।

বলিতে বলিতে প্রস্থান। পারুল পরেশের পিছু পিছু দরজা পর্য্যন্ত গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয়। পারুল!

পারুল। (চমকাইয়া) যতই দেখি, ততই আমার মনে হয়, এঁকে আমি চিনি, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। মনে হয়, স্বপ্নে আমি ওঁকে বহুদিন দেখেছি, যেন ওঁকে পেয়েও আমি হারিয়েছি—যেন—যেন—কি যেন মনে হয়—

পরাশর। বৃথা ভেবে কি হবে মা? একদিন হয়তো আপনিই সব কথা মনে পড়বে।

বিজয়কে ইঙ্গিত করিল।

বিজয়। নিশ্চয়ই একদিন মনে পড়বে। এস পারুল, আমরা মাস্টার মশাইকে প্রণাম করি!

উভয়ের প্রণাম।

পরাশর। আশীর্ব্বাদ করছি, তোমাদের প্রেম সার্থক হোক।

পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। ব্যবস্থা ক'রে এলাম। ভয়ের কোনও কারণ নেই। এখানেই আবার চ'লে আসতে হ'ল। একটু আনন্দ তো করতেই হবে। কি বলেন মাস্টার মশাই, আজ এই শুভদিনে আমাদের একটু আনন্দ তো করাই উচিত। (বিজয়ের প্রতি) তোমার যদি

আপত্তি না থাকে, তা হ'লে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমি একটু জলযোগের ব্যবস্থা করি। 'না' বললে আমি শুনব না। কি বলেন মাস্টার মশাই ?

পরাশর। তুমি হোটেলের ম্যানেজার। আমরা সকলেই তোমার আশ্রয়ে আছি। সুতরাং তোমার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পরেশ। না না না, অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার আজ ভারী আনন্দ হচ্ছে, তাই আমি একটু উৎসব করতে চাই। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। আজ আমি হোটেলের সকলকে মিষ্টিমুখ করাব। তুই যা, শিগগির যা, দোকানে ব'লে আয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব জিনিস চাই। যা, শিগগির যা। শোন, আমাদের পুরুত-ঠাকুরকে আসতে বলবি, তার ছেলেটি আর মেয়েটিকে সঙ্গে আনতে বলবি—যা, তাড়াতাড়ি যা। শোন, দরোয়ানকে ব'লে দিবি, আজ যেন কোন ভিখিরী আমার দরজা থেকে শুধু হাতে না যায়। যা যা, পা চালিয়ে আসিস, দেখি যেন না হয়।

ঝড়ুর প্রস্থান এবং ছুটিয়া নবীনের প্রবেশ।

নবীন। ম্যানেজার, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছি। যখন একটি পয়সাও পকেটে থাকে না, তখন তুমি 'টাকা দাও, টাকা দাও' ব'লে জোঁকের মত লেগে থাক, কিন্তু আজ আমার

পকেটে টাকা রয়েছে, তাই তোমাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না। এই নাও পঁচিশ টাকা।

পরেশ। বল কি? এত টাকা কোথায় পেলে?

নবীন। (পকেটে হাত দিয়া বুক ফুলাইয়া) চিরদিন কারুর সমান যায় না দাদা। সামনের মাসে দেখবে, সবচেয়ে বড় মাসিক-পত্রিকায় আমার কবিতা বেরিয়েছে। অবশ্য দু-চারজন হিংসুক সমালোচক আমাকে এই কবিতাটা নিয়ে গালাগালি দেবে। তা দিক। জিনিয়াস হ'লেই গালাগালি খেতে হবে, অথবা গালাগালি খেতে খেতেই জিনিয়াস হয়ে যাব।

পারুলকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। বুক ফুলাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া—

এই যে, আপনি! আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

পারুল। এই সেদিন আপনার একখানা কবিতা কিনেছিলাম।

নবীন। ওঃ, মনে পড়েছে। (ব্যস্ত হইয়া সভয়ে) আমার কবিতাটা আপনি পড়েছিলেন?

বিজয়। ভয় পেও না ভাই, উনি সেটা পড়েন নি। আমি সেটাকে খামসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলেছি।

নবীন। বাঁচলাম বাবা।

পারুল। এর মানে কিন্তু আমি বুঝলাম না। উনি যখন কবিতাটা ছিঁড়ে ফেললেন, তখন আমি ভারী চটেছিলাম। আপনি যেটাকে লিখতে পেরেছেন, আমি সেটাকে পড়তে পারব না, কেন বলুন তো?

নবীন। এমন কোন বিশেষ কারণ নেই—মানে—বলছিলাম কি—

ওগুলো পয়সার জন্যে লেখা হয়—মানে—যিনি ওগুলো পড়বেন, তাঁর সঙ্গে কখনও মুখোমুখি দেখা হবে জানলে ওগুলো লেখা হ'ত না।

(এদিক ওদিক তাকাইয়া) কিন্তু উনি কি কবিতাটা পড়েছেন ?

পারুল। কে ?

নবীন। (তোতলাইয়া) সেই তিনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন।

যূথিকার প্রবেশ।

পারুল। (ঠাট্টা করিয়া তোতলাইয়া) ওই তো তিনি এসে পড়েছেন। নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।

নবীন। (তোতলাইয়া) না না, থাক—ওটা এমন আর কি কথা। সে পরে দেখা যাবে এখন। আমার আবার ঢের কাজ রয়েছে।

যাইতে উদ্যত।

যূথিকা। ওঃ, এ যে সেই কবি।

নবীন। (তোতলাইয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। নমস্কার—নমস্কার।

পিছু হাঁটিয়া যাইতে উদ্যত।

আমার আবার ঢের কাজ রয়েছে।

যূথিকা। দাঁড়ান দাঁড়ান, আমাকে আর একটা কবিতা দিতে হবে।

নবীন। (অবাক হইয়া) আর একটা !

যূথিকা। অবাক হলেন কেন ?

নবীন। না—কিছু নয়—আচ্ছা সে পরে হবে।

যূথিকা। একটু দাঁড়ান না। আপনার সেই কবিতাটা আমি হারিয়ে

ফেলেছি। বৃষ্টি দেখে যখন ছুটছিলাম, তখন কোথায় প'ড়ে গিয়েছে।

নবীন। (উৎফুল্ল হইয়া) সত্যি বলছেন তো ?

যূথিকা। সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি ?

নবীন। আঃ, বাঁচলাম।

পরাশর। (হাসিয়া) তোমাকে দেখছি এবার কবিতা লেখাই ছেড়ে দিতে হবে।

নবীন। মাস্টার মশাই, পয়সার জন্যে কবিতা লেখা যে কি ঝকমারি, আজ তা বুঝতে পেরেছি।

হুড়মুড় করিয়া যোগেন, নরেন এবং আরও অনেকের প্রবেশ।

সকলে। ব্যাপার কি ? কিসের নেমন্তন্ন ? হঠাৎ কেন মিষ্টি খাওয়ানো ? বিয়ে-টিয়ে নাকি ? কার বিয়ে হে ? ও, বুঝতে পেরেছি, আমাদের ডাক্তার বুঝি সত্যি সত্যি ধরা দিলে ?

যূথিকা। (পারুলকে) এরই মধ্যে সকলকে জানিয়েছ ?

যোগেন। জানিয়ে কি দিতে হয় ? ওসব খবর আপনি বেরিয়ে পড়ে। বেশ করেছেন ডাক্তারবাবু। বিয়ে না করলে কি সংসারধর্ম্ম রক্ষা হয় ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে আমার মত শনিবার রবিবার না করতে হয়।

সকলে হাসিয়া উঠিল। পরেশ ও পরাশর ষ্টেজের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল।

নবীন। তোমরা সকলে শোন। আমাদের বিজয়বাবুর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যদি থাকত, তা হ'লে তারা আজ নিশ্চয়ই একটা

উৎসব করত। আত্মীয়স্বজন নেই ব'লে উৎসব হবে না, এটা আমরা থাকতে কিছুতেই হ'তে পারে না।

সকলে। কিছুতেই না।

নবীন। তা হ'লে এস, আমরা আনন্দ করি। আমি বলছি, প্রথমে গান করা হোক। যে যা জানে, তাকে তাই গাইতে হবে। তোমরা সবাই রাজি ?

সকলে। আলবৎ রাজি।

নবীন। প্রথমে কে গান ধরবে ? (যূথিকার প্রতি) আপনি ?

যূথিকা। আচ্ছা, ধরছি। কিন্তু সকলকেই পরে গাইতে হবে। কাউকে ছাড়া হবে না কিন্তু।

যূথিকা। —গান—

এমনি সুদিনে কুসুম-কাননে
নামে নি তখনও সন্ধ্যা।
মাতিয়ে ভুবন গগন পবন
ফুটিল রজনীগন্ধা।
ভাবিল রমণী আসিছে রজনী,
আসে নি হৃদয়-সাথী।
প্রিয়ের বিরহে প্রাণ মন দহে,
কেমনে কাটিবে রাতি।
হৃদয় শিহরে কহিবে কাহারে
কাঁদিল রজনীগন্ধা।
রিমঝিম বাতাসে ঝিঁঝিঁ ডাকে তরাসে
তখনি নামিল সন্ধ্যা।

জনৈক পুরুষ। সন্ধ্যার সেই নীরব অন্ধকারে
পথ-ভোলা এক পথিক এল দ্বারে,
বললে শোন, শোন ওগো,
সন্ধ্যা-রাতের ফুল।
তুমি কি সেই, সোনার পারিজাত,
আঁধার পথে আধেক ভাঙা চাঁদ—
দেখি নি তো, দেখি নি তো
তোমার সমতুল।
আশার বাতি তুমি আঁধার রাতে,
একলা পথে যাবে কি মম সাথে?
নিও বঁধু, নিও ওগো,
হৃদয়-প্রতিদান।
আমায় নিও শুভ্র তোমার বুকে,
আমায় নিও তোমার সুখে দুখে,
শোন বঁধু, শোন ওগো;
তোমায় দিব গান॥

জনৈক স্ত্রী। মোরে গান দিও না হে,
দিও না হে দিও না।
ক্ষণিকের মোহে মোরে
নিও না হে নিও না।
ভ্রমর চপলমতি
কপট নিঠুর অতি
যেথা খুশি চ'লে যাও
তুমি মোরে ছুঁও না

যোগেন। কেমনে বেদনা সহি,
ঝরিছে নয়ন বহি,
বুক কাঁপে দুরুদুরু
প্রাণ বুঝি বাঁচে না।
বলেছি তো বার বার,
শনিবার শনিবার
আসিব তোমার কাছে
তবু তুমি শোন না॥

পরেশ। ওহে, সকলে খাবার ঘরে চল। আর দেরি ক'রো না।

হৈচৈ করিয়া সকলের প্রস্থান।

পরাশর এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। সকলের পশ্চাতে যূথিকা এবং নবীন। নবীন যূথিকার পিঠে আস্তে হাত লাগাইয়া তাহাকে থাকিবার জন্য ইশারা করিল। ইহা দেখিয়া পরাশর গা-ঢাকা দিল।

যূথিকা। কেন ডাকলেন বলুন তো?

নবীন। (তোতলাইয়া) মানে—বলছিলাম কি—কাগজে তো সারা-জীবনই কবিতা লিখলাম—

যূথিকা। কাগজেই তো লেখে সব্বাই।

নবীন। (তোতলাইয়া) তা লেখে, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কাগজের দাম বেড়ে গিয়েছে—মানে—কি বলতে কি ব'লে ফেললাম—মানে—হাতে-কলমে কবিতা গড়লে কেমন হয়?

যূথিকা। (হাসিয়া এবং ঠাট্টা করিয়া তোতলাইয়া) চেষ্টা ক'রে দেখুন না।

ছুটিয়া প্রস্থান।

নবীন। হুররে। হিপ হিপ হুররে। হিপ হিপ—

অন্তরাল হইতে পরাশরের প্রবেশ।

পরাশর। বিয়েটা যে কলেরার মত ছড়িয়ে পড়ল!

নবীন। (তোতলাইয়া) মাস্টার মশাই, আপনি! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

পরাশর। ছিলাম এখানেই। তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। চল আমার ঘরে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নবীন। (তোতলাইয়া) আর কথা নেই মাস্টার মশাই, সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে।

পরাশর। কিছুই পাকাপাকি হয় নি। চল আমার সঙ্গে।

টানিয়া নবীনকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পারুলের ঘর।

স্নানের ঘর হইতে একখানি সাধারণ শাড়ি পরিয়া পারুলের প্রবেশ। ঘরে আসিয়া পারুল ড্রেসিং-টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিতে করিতে গান ধরিল।

পারুল। —গান—

কাটিল আঁধার রাত্তি
ফুটিল জীবন-বাতি।
হৃদয়ে আসন পাতি
আজি কে বাসিলে ভাল ?
আজি এ প্রভাত-বেলা
হৃদয়ে পুলক মেলা,
গগনে সোনালী খেলা
নয়নে লাগিল ভাল।
আসিল দেবতা আজি
প্রভাত-কিরণে সাজি।
অন্তর অন্তরে বুঝি
আমিও বেসেছি ভাল।
হৃদয়ে কূজন শুনি,
নয়নে স্বরগ বুনি,
অন্তর অন্তরে জানি
সে মোরে বেসেছে ভাল।

হে আমার অন্তরদেবতা, আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে চল। নিয়ে চল আকাশের রঙিন মেঘলোকে, যেখানে সুরের নির্ঝরিণী অহরহ সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়, যেখানে অন্তহীন আনন্দের আবেশে হৃদয় পুলকিত, স্পন্দিত, রোমাঞ্চিত হয়। আমার স্বপ্ন যেন ব্যর্থ হয় না প্রভু। কিন্তু যদি ব্যর্থ হয়?

—গান—

আসিবে আঁধার রাতি,
ভাঙিবে আশার বাতি,
হারায়ে জীবনসাথী
নয়নে নিবিবে আলো।
পাষাণে হৃদয় বাঁধি
নীরবে মরিব কাঁদি,
হৃদয়ে আসন পাতি
তোমারেই বাসিব ভাল।
মরণে বেদনা যাবে,
চরণে লবে কি তবে?
ফুরাবে জীবন যবে
তুমি কি আসিবে বল?
এমনি নিঠুর হবে?
মুদিব নয়ন যবে
সেদিন মনে কি হবে
তোমারেই বেসেছি ভাল?

গান শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই বিজয়ের প্রবেশ। গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিজয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়। পারুল!

পারুল। কে? তুমি?

বিজয়। এত করুণ গান কেন পারুল?

পারুল। জানি না, কেন এমন হ'ল! আমার খালি মনে হচ্ছে, এত সুখ আমার কপালে সইবে না।

বিজয়। কি যে বলছ! এমন কিছু আমি কল্পনাও করতে পারি না, যা তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তোমার কি মনে হয়, আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি?

পারুল। কিন্তু যদি একদিন সত্যি সত্যি আমাকে তোমার আর ভাল না লাগে?

বিজয়। যা হতে পারে না, তা নিয়ে ভাবছ কেন বল তো? তোমাকে ভাল লাগবে না! তাও কি সম্ভব পারুল? অমৃতে কখনও অরুচি হয় না।

পারুল। তুমি মিষ্টি কথায় আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছ। কিন্তু অকস্মাৎ এমন একটা কিছু ঘটতে পারে, যা তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

বিজয়। অসম্ভব পারুল, তা অসম্ভব।

উত্তেজিতভাবে মহেন্দ্র এবং চপলার প্রবেশ। তাহারা বিজয় এবং পারুলকে লক্ষ্য করিল না।

চপলা। হতে পারে না। এ বিয়ে কক্ষনও হতে পারে না। তুমি যেমন ক'রে পার, এই বিয়ে বন্ধ করবে। বাংলা দেশে আমার মেয়ের

বিয়ে দেওয়া হতেই পারে না। তুমি ভেবে দেখেছ, এর পরিণাম কি? যখন সব কথা আস্তে আস্তে প্রকাশ হয়ে পড়বে—

পারুল। মা!

চপলা। (চমকাইয়া) কে?

চপলা পারুলকে দেখিয়া ভীত হইল, পরে বিজয়কে দেখিয়া সক্রোধে বলিল—

এসব কি ব্যাপার পারুল?

পারুল। ব্যাপার! ইনি—ইনি—বিজয়বাবু—(চপলার কাছে যাইয়া) মা,—ইনি—

চপলা। বুঝেছি, আর বলতে হবে না তোমাকে। (মহেন্দ্রের প্রতি) দেখলে হোটেলে থাকবার পরিণাম? আমি চিরকাল বলি, এত বড় মেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। আমার কথা তোমার গ্রাহ্যই হয় না। (বিজয়ের প্রতি) আপনারই বা কি রকম আক্কেল? বলা নেই, কওয়া নেই, অমনই আমার মেয়ের সঙ্গে গোপনে দেখাশোনা আরম্ভ করেছেন?

বিজয়। কিছু অন্যায় তো করি নি আমরা।

চপলা। নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। আপনার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে, কি পারে না, তার খবর না নিয়েই আপনি আলাপ শুরু করলেন কেন?

পারুল। মা!

চপলা। চুপ কর। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না।

বিজয়। এমন কোন হেতু আছে যাতে আমাকে অযোগ্য মনে করতে পারেন?

চপলা। হেতু অনেক কিছু থাকতে পারে। তা ছাড়া আমার মেয়ের এখন বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।

বিজয়। কিন্তু একদিন তো আপনার ইচ্ছে হতেও পারে, আমি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকব।

মহেন্দ্র। (ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায়) সেই ভাল। জানাশোনা তো হয়েই গেল। মাদ্রাজে আমাদের বাড়িতে একবার বেড়াতে আসবেন, কেমন ?

বিজয়। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আমি যাই। কিন্তু যাওয়ার আগে আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই যে, যদি পারুলের মত না বদলায়, তা হ'লে আমাদের বিবাহ আপনাদের মতামতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর নাও করতে পারে।

চপলা এবং মহেন্দ্র চমকাইয়া উঠিল। বিজয়ের প্রস্থান।

চপলা। এ কি শুনছি পারুল ? আমার যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না !

পারুল। কেন মা, আমার বিয়ের চেষ্টা তো তুমি নিজেই আরও করেছ।

চপলা। করেছি, কিন্তু বাংলা দেশে করি নি।

পারুল। (চটিয়া) বাংলা দেশ কি অপরাধ করলে মা ? আমরা কি বাঙালী সমাজের বাইরে ? বাঙালী সমাজ কি আমাদের ত্যাগ করেছে ? না, আমরাই বাঙালী সমাজকে ত্যাগ করেছি ? যদি ক'রেই থাকি, তা হ'লে কেন করেছি, তা তোমাকে আজ বলতে হবে।

চপলা ও মহেন্দ্র পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

চপলা। (মহেন্দ্রের প্রতি) দেখেছ? আমার সন্তান, যাকে নিজের বুকের রক্তে মানুষ করেছি, সেও আমাকে আজ প্রশ্ন করছে। (পারুলের প্রতি) কি কারণে বাংলা দেশে বিয়ে দিতে চাই না, তাতে কি প্রয়োজন তোমার পারুল? এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তুমি আমার মেয়ে এবং আমি তোমার মা? আমি যা করি, তা তোমার মঙ্গলের জন্যেই করি, এটা কি তোমার আর বিশ্বাস হয় না? তোমার যাতে ভাল হয়, আমরা তাই করেছি এবং করব। তবে আজ এই প্রশ্ন কেন মা? সমাজ নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

পারুল। সমাজ নিয়ে আপত্তি তো তুমিই করলে মা। বাঙালী সমাজকে কেন যে তুমি এত ঘৃণা কর—

চপলা। (চটিয়া) আমি ঘৃণা করি না বাঙালী সমাজকে, তারাই আমাকে ঘৃণা করে। উঃ—উঃ—

নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চপলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

পারুল। (সন্দেহের সহিত) তোমাকে ঘৃণা করে!

চপলা। উঃ—

মহেন্দ্র। পারুল, মা লক্ষ্মী, একবার ওঘরে যাও তো। তোমার মার শরীর আজ ভাল নেই। বেশি কথা না বলাই ভাল।

পারুল। মা!

মহেন্দ্র। আর কথা নয় মা, তুমি ওঘরে যাও।

চমৎকৃত অবস্থায় পারুলের প্রস্থান।

চপলা। অতীতের সমস্ত পাপ আজ আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। পালাবার পথ নেই। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই

দেখি অদৃষ্টের ভীষণ মূর্ত্তি। যা এতদিন স্বপ্নের বিভীষিকা হয়ে ছিল, আজ তা আমার চারিদিকে হিংস্র জন্তুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা আমাকে ধরবে। আমার হৃৎপিণ্ডকে ওরা ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে।

মহেন্দ্র। শান্ত হও চপলা। ভয়ের এমন কি কারণ হয়েছে?

চপলা। বুঝতে পারছ না তুমি? আজ আমার সন্তানের মনেও প্রশ্ন উঠেছে। সে ভাবছে, তার ভবিষ্যৎ সন্তানের কথা। সেই সন্তানকে পৃথিবীর আলোকে তার ন্যায্য স্থান দেওয়ার দাবি আজ সে করবে। আমার স্নেহের দাবিকে সে আজ মানবে না, মানবে না, মানবে না। সে যখন শুনবে, তার মায়ের ঘৃণিত জীবনের কথা, যখন সে জানবে যে, তার মায়ের দুষ্কৃতির জন্যে তার নিজের সন্তান লোকসমাজে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তখন? তখন সে কি আমাকে ক্ষমা করবে, না ঘৃণা করবে? আমাকে সে ঘৃণা করবে, আমাকে পরিত্যাগ করবে, দুরন্ত ব্যাধির মত আমাকে সে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে। ক্ষমা সে করবে না, করবে না। (তীব্র-ভাবে) তুমি কি ভেবেছ, তোমাকেই তোমার মেয়ে ক্ষমা করবে?

মহেন্দ্র। যূথি?

চপলা। হ্যাঁ, যূথি। যে যূথি চোখের আড়ালে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাও, সেই যূথিকে যখন সমস্ত পৃথিবী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে,' তোর মা কুলটা, ভ্রষ্টা মায়ের গর্ভজাত সন্তান তুই, ঘৃণিত কুকুর— তখন? সন্তানের সেই অপমান তুমি সহ্য করতে পারবে?

মহেন্দ্র। ওঃ, চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে চ'লে যাই। এমন জায়গায় যাই, যেখানে আমাদের পরিচয় কেউ খুঁজেও বের করতে পারবে না।

চপলা। পালাবে কোথায়? যাকে আমরা ফাঁকি দিয়েছিলাম, তার প্রতিহিংসার আগুন আমাদের পিছু পিছু ছুটবে। সেই আগুনে তুমি, আমি, পারুল, যূথি সকলেই দগ্ধ হয়ে মরব। পালাবার পথ আর নেই। আমার সন্তান আজ আমাকে প্রশ্ন করেছে। ধরা আমাকে পড়তেই হবে।

মহেন্দ্র। (চপলার পিঠে হাত দিয়া) চপলা!

চপলা। স্পর্শ ক'রো না আমাকে। বুঝতে পারছ না যে, তোমার পাপস্পর্শে তুমি খালি আমাকেই কলুষিত কর নি, আমার সন্তানেরও সর্ব্বনাশ করেছ? তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তুমি নির্ম্মূল ক'রে দিয়েছ?

মহেন্দ্র। চপলা, দোষগুণ বিচার করবার সময় এটা নয়। চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে চ'লে যাই।

চপলা। পারবে পালাতে? এমন দূরে পালাতে পারবে, যেখানে আমাকে কেউ ধরতে পারবে না, যেখানে প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না? চল, তা হ'লে চল। আর দেরি নয়। আমরা এক্ষুনি পালাই, চল—চল—

চপলা এবং মহেন্দ্র যখন দরজার কাছে গেল, তখন পরাশর এবং পরেশ উভয়েই "কোথায় মা পারুল!" বলিয়া প্রবেশ করিল। চপলা পরেশকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া সংজ্ঞাহীন হইল। পরাশর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পরেশ চপলার দিকে একবার তাকাইয়া মহেন্দ্রের দিকে চাহিল। মনে হইল, পরেশ এই ক্ষণেই মহেন্দ্রের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিবে। মহেন্দ্র হিংস্র ব্যাঘ্রের মুখে শিকারের মত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পরাশর পরেশের হাত ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পারুলের ঘর।

বিছানার উপর চপলা অসুস্থ অবস্থায় শুইয়া আছে। পারুল এবং যূথিকা তাহার সেবা করিতেছে। ডাক্তার বিজয় তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে। মহেন্দ্র নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

বিজয়। ভয় পাবার মত কিছু নেই। হঠাৎ কোনও উত্তেজনাতে এই রকম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে। আমার মনে হয়, তোমরা ওঁর কাছে না থাকলেই ভাল হয়। নিরিবিলিতে ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। চল।

পারুল এবং যূথিকাকে লইয়া বিজয়ের প্রস্থান।

চপলা। (বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) বিশ্রাম! বিশ্রাম আমার সেই দিনই হবে, যেদিন চিতার আগুনে আমার এই অপবিত্র দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কুলত্যাগিনী আমি, ভেবেছিলাম, সমাজের সকল বাঁধন আমি ছিঁড়েছি। ভেবেছিলাম, আমি মুক্ত, সমাজের শৃঙ্খল আমাকে কখনও বাঁধতে পারবে না। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমার এই বক্ষে আমি সন্তান ধরেছি। এক সন্তানকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি, আর এক সন্তানকে আমার এই কলুষিত গর্ভে ধ'রে তাকে নরকে নিক্ষেপ করেছি। আজ তারা আমাকে ঘৃণা করবে। সন্তানের ঘৃণা—উঃ—জ্ব'লে যাচ্ছে, যে বুকে সন্তানকে স্তন্যপান করিয়েছি সেই বুক আজ জ্ব'লে যাচ্ছে। সেখানে আমি তাকে আর ধরতে পারব না, পারব না, পারব না—উঃ! (মহেন্দ্রের প্রতি) চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! আগুন

জ্বালাতে জান, তুমি নেবাতে জান না? কিছু বিষও কি এনে দিতে পার না? এনে দাও, আমাকে বিষ দাও, বিষ দাও—

পরেশ এবং পরাশরের প্রবেশ। পরাশরের বাধা সত্ত্বেও পরেশ জোর করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

পরাশর। যেও না, যেও না পরেশ।

পরেশ। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতেই হবে।

পরাশর। স্থির হও ভাই। একটু স্থির হও।

পরেশ। তুমি আমাকে বাধা দিও না মাস্টার, বাধা তুমি দিও না। এই দিনটির অপেক্ষায় আমি এক যুগ ধ'রে ব'সে আছি। আজ ওদের পেয়েছি মাস্টার, আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, ছাড়। (পরাশরের হাত ছাড়াইয়া মহেন্দ্রের প্রতি) শোন শয়তান, তোমার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে। এক যুগ ধ'রে যত কথা আমার বুকের মধ্যে ধ'রে রেখেছি, একটি একটি ক'রে তার সবগুলি তোমাকে আজ শুনতে হবে।

পারুলের প্রবেশ। পরাশব তাহাকে হাত দিয়া আটকাইল।

পারুল। কি হয়েছে বাবা?

পরাশর। একটা দরকারী কথা হচ্ছে মা, তুমি একটু বাইরে যাও।

পারুল। বাবা!

পরাশর তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিল। পরেশ চমকাইয়া উঠিল, কারণ পারুলের সম্বোধন তাহারই প্রাপ্য। মহেন্দ্র অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নেপথ্যে পারুল। (উচ্চৈস্বরে) বাবা!

পরেশ চমকাইল।

পরেশ। চোর, তুমি চোর। তুমি আমার মেয়েকে চুরি করেছ। আমার সন্তানকে হারিয়ে আমি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, তুমি তখন জোচ্চুরি ক'রে আমার সন্তানকে ভুলিয়েছ, তাকে জানতে দাও নি তার প্রকৃত পরিচয়। তোমরা শুধু আমাকেই মার নি, আমার সন্তানকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছ। তোমরা এতই নির্দ্দয় যে, একটি অসহায় শিশুকে ঠকিয়ে তোমরা ফুর্ত্তি করেছ। ভেবেছিলে, এমনই সুখেই তোমাদের দিনগুলো কাটবে। তখন তুমি জানতে পার নি যে, আমি তোমাদের জন্যে কৃতান্তের মত অপেক্ষা করছি; বুঝতে পার নি তোমরা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন আমার এই ক্ষুধার্ত্ত মুখের সম্মুখে তোমরা এসে পড়বে। কেমন? ভেবেছিলে, আমার হৃদয়ের ক্ষতগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছে, আমি ভুলে গিয়েছি। আমি ভুলি নি শয়তান, তোমার প্রত্যেকটি আঘাত আমি গুনে গুনে তুলে রেখেছি। আজ তার প্রত্যেকটি তোমায় ফিরিয়ে দোব।

আর ওই স্ত্রী, যাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলাম, ভেবেছিলে, তাকেও আমি ভুলে যাব? যে আমার সংসার ছারখার করেছে, যার লালসার আগুনে পুড়ে আমার জীবন আজ শ্মশান হয়ে গিয়েছে, তাকেও আমি ভুলে যাব? ভুলে যাব তাকে, যে আমার জীবনের স্বপ্নকে ব্যর্থ করেছে? (চপলার কাছে আসিয়া) ভুলে যাব তোমাকে? তুমি কি মানুষ, না পিশাচ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে যখন তুমি চ'লে গেলে, তখন তোমার হৃদয়ে এতটুকু দয়াও কি হ'ল না? একটি বার ভাবলেও না, এই নিদারুণ দুঃখ ও অপমান আমি কেমন ক'রে সহ্য করব? আমার স্নেহের সন্তানকে যখন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে, তখন কি একবারও ভেবেছিলে

যে, আমার হৃদয়কে নিঃশেষ ক'রে নিঙড়ে আমার সমস্ত স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা আমি তাকে দিয়েছিলাম? তুমি এত নিষ্ঠুর যে, এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত কল্পনাকে ভেঙে চুরে তুমি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছ। ওঃ, আমি সব সহ্য করেছি—সহ্য করেছি শুধু এই দিনটির প্রতীক্ষায়। আজ সব বোঝাপড়া হবে।

চপলা। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

পরেশ। ক্ষমা করব? ভেবেছ, তোমার চোখের জল দেখে আমি সব ভুলে যাব? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ, ভোলবার মতন কাজ করেছ বটে। (মহেন্দ্রের প্রতি) শোন, তুমি শয়তানের ক্রীতদাস! তোমার মত ঘৃণিত বর্ব্বরকে মেরে ফেলা উচিত। তোমার মত যেসব শয়তান ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে বেড়ায়, তাদের খুন করা উচিত। কিন্তু আমি তা করব না। তুমি আমাকে যা দিয়েছিলে, আমিও তাই দোব তোমাকে শয়তান, তুমি আমাকে যা দিয়েছিলে, আমি তোমাকে তার ষোলো আনাই ফিরিয়ে দোব। আমার সন্তানকে যেমন পথে টেনে এনেছ, আমিও তেমনই করব, শয়তান, তোমার সন্তানকেও আমি নরকে নিক্ষেপ করব।

মহেন্দ্র। না না, আমাকে শাস্তি দিন, আমার সন্তানকে নয়। আমাকে ধ্বংস করুন, আমার মেয়েকে নয়।

পরেশ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ, নরকেও তা হ'লে দয়া আছে? তোমারও মায়া আছে, মমতা আছে? তোমার সন্তানকে আঘাত করলে তোমারও বুকে লাগবে? আমারই মতন তুমিও যন্ত্রণায় ছটফট করবে? তোমারও জীবন আমার জীবনের মতন শ্মশান হয়ে যাবে? তা হ'লে তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমিও তোমাকে গুনে গুনে তার ষোল আনাই ফিরিয়ে দিতে পারব।

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। একটুও বাকি থাকবে না। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। আজ আমি পৃথিবীসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দোব যে, তোমার সন্তানও একটা পথের কুকুর, এই কুলটা নারী তাকে গর্ভে ধরেছিল। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। ঝড়ু! ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। বাবু!

পরেশ। ডেকে নিয়ে আয় সব্বাইকে এখানে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

পরাশর। কাউকে ডেকো না। তুমি বাইরে যাও ঝড়ু।

তাড়াতাড়ি ঝড়ুকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। চপলা কাঁদিতে লাগিল, মহেন্দ্র পরাশরের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

পরেশ। মাস্টার, তুমি ঝড়ুকে বের ক'রে দিলে?

পরাশর। হ্যাঁ, তুমি যা চাও, আমি তাই করেছি।

পরেশ। আমি চাই প্রতিশোধ।

পরাশর। কক্ষনও নয়। ভেবে দেখ ম্যানেজার, সমস্ত পৃথিবীর সামনে তুমি কি তোমার এই দারিদ্র্যকে খুলে ধরতে চাও?

পরেশ। নিশ্চয় চাই। আমার এমন কি আছে, যার জন্যে আমি আত্মরক্ষা করব? আমি একটা সর্ব্বহারা ভিক্ষুক। আজ এদেরও আমি পথে টেনে আনব। এদের নৃশংসতার নগ্ন মূর্ত্তি আমি জগতের কাছে খুলে ধরব। আমার কি আছে? কে আছে? স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই, অ্যাঁ, আ—আ—আ—আমার মেয়ে, পারুল—

পরাশর। বল, তোমার মেয়ে পারুল—তাকেও কি সর্ব্বহারা ভিক্ষুক ক'রে পথে টেনে আনবে?

পরেশ। আমি কি করব? আমি কি করব? (মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়া) বল শয়তান, আমার মেয়েকে এখন কি ক'রে বাঁচাই।

পরাশর। শান্ত হও ভাই, ভগবানই তাকে রক্ষা করবেন।

পরেশ। ভগবান নেই, নেই, সে মরেছে।

পরাশর। (উদাসভাবে) মরেন নি ভাই; ঠিক এমনই সময়েই উনি আসেন। আমাদের দুঃখের পাত্র যখন পূর্ণ হয়, তখনই উনি আসেন। (দৃঢ়ভাবে) আমি জানি, উনি আসবেন। নইলে ওঁর করুণাময় নাম আজ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পরেশ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) মিছে কথা মাস্টার, তুমি জান না, ওসব মিছে কথা। আমি জানি, উনি করুণাময় নন। উনি নিষ্ঠুর, উনি নির্দ্দয়, নইলে আমার জীবন এমনই ক'রে পুড়ে ছাই হবে কেন?

পরাশর। (বিচলিত হইল, কিন্তু মুষ্টি দৃঢ় করিয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিল) না না, ছাই সে কখনও হয় নি বন্ধু। শুধু হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগগুলিতে আগুন ধ'রে গিয়েছে। তারা নিঃশেষ হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তোমার হৃদয় আজ বেদনার আগুনে পুড়ে তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল হয়েছে। সেখানে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, বেদনা নেই, হিংসা নেই, আছে শুধু ত্যাগ, জগতের মঙ্গল-কামনায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, নিঃশেষ ক'রে সকলকে প্রেম নিবেদন করা। (কাছে আসিয়া) চোখ বুজে তোমার হৃদয়কে একবার দেখে নাও বন্ধু, তুমি বুঝতে পারবে, তুমি বুঝতে পারবে।

পরাশর কাছে আসিয়া এক হাত পরেশের বুকে বুলাইতে লাগিল, এবং অপর হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। পরেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

পরেশ। আমার কেউ নেই মাস্টার মশাই, আমার সব এরা কেড়ে নিয়েছে।

পরাশর। ভুল বন্ধু, ওটা তোমার ভুল। তোমার সবই আছে। এদেরই কিছুই নেই। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এরা সকলে তোমার মুখ চেয়ে ব'সে আছে? তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে এদের আশ্রয় দাও। তোমার এই ত্যাগ কখনও ব্যর্থ হবে না, হতে পারে না। তোমার সন্তান, এমন কি তোমার শত্রুর সন্তানও তোমার এই ত্যাগের মাধুর্য্য একদিন হৃদয়ে অনুভব করবে। সেদিন কি হবে জান? সেদিন এরা হৃদয়ের সমস্ত প্রেম তোমাকে অকাতরে নিবেদন করবে।

পরেশ। (কাঁদিয়া) তুমি সত্যি বলছ তো মাস্টার? আমি মূর্খ, আমাকে তুমি বঞ্চনা ক'রো না।

পরাশর। সত্যি বলছি ভাই, আমাকে বিশ্বাস কর।

পরেশ। (উল্লাসের সহিত) তুমি বলছ, আমার মেয়ে আমাকে একদিন চিনতে পারবে, সেও একদিন আমাকে ভালবাসবে? সে একদিন বুঝতে পারবে যে, তারই মঙ্গলের জন্যে আমি আমার পিতৃত্বের দাবিও বিসর্জ্জন দিয়েছি? সে কি বুঝতে পারবে যে, তাকেই পাবার আশায় বুক বেঁধে আমি এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি, কিন্তু যখন পেয়েছি তখন তাকে বুকে ধরি নি, পিপাসায় বুক ফেটে মরেছি, তবু অমৃত পান করি নি শুধু তারই জন্যে?

পরাশর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার এই আত্মদান কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

পরেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তবে তাই হোক। (মহেন্দ্র ও চপলার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ওরা চ'লে যাক। আমার সকল

দুঃখ, সমস্ত অভিযোগ এইখানেই নিঃশেষ হয়ে যাক, নিঃশেষ হয়ে যাক।

পরাশরের ইঙ্গিতে মহেন্দ্র চপলার হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল। পরাশরও চলিয়া গেল। পরেশ শ্রান্তভাবে ঈজি-চেয়ারে বসিয়া

ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। টেবিলটা এগিয়ে দে।

ঝড়ু টেবিল আগাইয়া দিল।

আমার পা দুটো তুলে দে তো।

ঝড়ু পা তুলিয়া দিল।

উঃ, আমার সব থেকেও কিছুই নেই, কিছুই নেই। উঃ, আমার পা দুটো টিপে দে তো।

ঝড়ু পা টিপিতে লাগিল, পরেশ ঘুমাইয়া পড়িল। ঝড়ু আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, ষ্টেজের বাতি কমিয়া গেল। পরেশ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ষ্টেজের পশ্চাৎ দিকের সিন সরাইয়া তাহার স্থানে পাতলা পর্দা লাগানো হইল। পর্দার পশ্চাতে ঈষৎ আলোকে যে কোনও মনোরম দৃশ্যপট। সেখানে যূথিকা ও নবীন এবং পারুল ও বিজয় নিঃশব্দে ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত এবং পরাশর তাহার দর্শক। কিছুক্ষণ পর পারুল ডাকিল—
"বাবা, শুনছ! বাবা! বাবা!" "মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া পরেশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজ অন্ধকার। আবার যখন আলো হইল, তখন দেখা গেল, পরেশ পারুলের ঘরেই আছে। পরেশ এদিক ওদিক তাকাইতেছে। ঢংঢং করিয়া একটা ঘড়িতে পাঁচটা বাজিবার শব্দ।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ? (ভ্যাংচাইয়া) হুজুর! কটা বেজেছে, তার খেয়াল আছে?

ঝড়ু। এই তো সবে পাঁচটা বাজল হুজুর।

পরেশ। (ভ্যাংচাইয়া) পাঁচটা বাজল হুজুর! আহাম্মক কোথাকার! জলখাবার কোথায়?

ঝড়ু। সব তৈরি হুজুর। এক্ষুনি আনছি।

পরেশ। শিগগির কর, লক্ষ্মীছাড়া, কুড়ের বাদশা!

ঝড়ু। হুজুর।

পরেশ। শোন।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। এরা সব চ'লে গিয়েছে?

ঝড়ু। হুজুর।

পরেশ। তা হ'লে ওদের খাবারগুলোও এখানে নিয়ে আয়।

ঝড়ুর প্রস্থান এবং হৈ-চৈ করিতে করিতে পরাশর, তিমির, যোগেন, নরেন প্রভৃতির প্রবেশ। পশ্চাতে কয়েক থালা খাবার হাতে লইয়া ঝড়ুর পুনঃপ্রবেশ। ঝড়ু খাবারের থালা পরেশের কাছে রাখিল।

যোগেন। আজকালকার বাবুদের সব কাণ্ডই আলাদা! বলা নেই, কওয়া নেই, দশ মিনিটে বিয়ে!

তিমির। (পরেশের প্রতি) এই যে দাদা, তোমাকে খুঁজে খুঁজে

হয়রান হয়ে গেলাম। তোমারই হোটেলে দশ মিনিটে দু-দুটো বিয়ে হ'য়ে গেল, আর তোমারই কিনা দেখা নেই!

পরেশ। (খাবার মুখে দিয়া) কার বিয়ে?

নরেন। বিজয়বাবু এবং নবীনবাবু আমাদের চল্লিশ নম্বরের দুজনকে বিয়ে করেছে।

পরেশ হাসিল এবং পরক্ষণেই এক হাতে চোখ মুছিতে লাগিল এবং অপর হাতে খাইতে লাগিল।

পরাশর। এটা যে হোটেল। (পরেশের দিকে তাকাইয়া) এখানে কে কার খবর রাখে বল? দিন নেই, রাত্রি নেই, কত লোক আসছে, আবার কত লোক চ'লে যাচ্ছে। কেউ হাসছে, আবার কেউ হয়তো কাঁদছে। আজ যে কাঁদছে, কালই হয়তো সে হাসবে, আবার আজ যে হাসছে, কাল হয়তো সে কেঁদে কেঁদে বুক ফাটিয়ে মরবে। সংসার! (দুই হাত ছড়াইয়া) হোটেল! কে কার খবর রাখে?

পরেশ ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

—যবনিকা—